TERRORISM & ZIHAD
সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

এম হাসানুজ্জামান
বি. এস. এস. (সম্মান) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ সফিউল্লাহ (সফি)
বি.এস. এস (সম্মান) অর্থনীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

আমেরিকায় ধর্মীয় স্বাধনিতা

ডা. রিচার্ড হেইনস ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মুখ্য বিষয়। একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকানরা ধর্ম মানে না। আমি মনে করি এটা সঠিক নয়। আমেরিকানরা খুবই ধর্মানুরাগী। ধর্ম আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের কাছে এটা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যখন একটি ধর্ম গ্রহণ করে, তখন সে একই সাথে ঐ ধর্মের ভাগ্য ও পরিণতিও গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার নিজের পরিবারের কথাই বলতে পারি। আর আমি এটা সাজিয়ে বলছি না। আমার নিজের পরিবারেই রয়েছে একজন মেথোডিস্ট খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ, আরেকজন ইহুদী, আছে একজন ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথলিক, একজন শিয়া মুসলিম আর সবশেষে একজন রোমান ক্যাথলিক। এভাবে আপনি বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারেই দেখতে পাবেন যে, এক এক লোক এক এক ধর্ম পালন করছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের ব্যাপারে খুবই আবেগপ্রবণ।

আমি ভারতে বিশেষত শ্রীনগর ও চেন্নাইতে যে লড়াইটা দেখেছি, সে লড়াইটা যারা ধর্ম মানে আর যারা মানে না তাদের মধ্যে নয়। লড়াইটা আসলে তাদের মধ্যে যারা সব ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল। আর যারা কোন ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল নয়। ইউনাইটেড স্টেটস বললেই মনে হবে কোকাকোলা, পেপসি, এমটিভিসহ উপভোগের আরো অনেক সামগ্রীর কথা। যা আপনি শুধু উপভোগই করবেন। যেগুলো জীবনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আমি বলব যে, আমেরিকা আমাদের পৃথিবীকে দিয়েছে সহিষ্ণুতা আর স্বাধীনতা। আরও শিখিয়েছে এ সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করা। আমেরিকা পৃথিবীতে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য চায়, চায় প্রত্যেকটা মানুষ সম্পূর্ণ নিজের মত করে স্বাধীনতা উপভোগ করুক। আমেরিকা এমন কোন পৃথিবী চায় না যা শুধু আমেরিকাই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। বরং আমরা চাই যে, আপনারা সবাই আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবেন, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি স্বাধীনতার পথে।

আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আর এ আমেরিকা চায় এমন একটা পরিবেশ যেখানে সবাই বেছে নিতে পারবে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমেরিকার এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সবার সামনে ভাল সাজার জন্যেও নয়। কারণ, এটা সবার জন্য ভালো। আমেরিকা বিশ্বাস করে শান্তিতে। আমেরিকা আরো বিশ্বাস করে যে, সমস্ত পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে আমরা চাই স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস চালায়। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব, লড়াই করব, যাতে আমরা এ সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে পারি। সাধ্যমতো চেষ্টা বলতে আমি বোমা, প্লেন, বন্দুক, ছুরি এগুলো বোঝাইনি। আমি বলছি, ভাল শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর পানি, স্যানিটেশন, সুস্বাস্থ্যের কথা। বলছি যাবতীয় হিসেবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা।

আমি বলছি, আপনার সরকারকে সহযোগিতা করার কথা। পাশাপাশি অন্য দেশের সরকারকেও অপরাধ দমনের জন্য সাহায্য করা। আমি বলছি, মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ বন্ধের কথা, এটা থেকেই অনেক সন্ত্রাসী তৈরি হয়। আমি বলতে চাচ্ছি মাদক পাচার বন্ধ করার কথা, যেখানে অন্য মানুষ তাদের ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারটাই আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের মূলকথা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধটাই সবার নজরে পড়ে। যেখানে আসলে আপনি, আমি ও আমরা সবাই এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকা যে কোনভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদের বলছি, এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ধারণা।

আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানও রয়েছেন। রয়েছে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফ্রিকা আর ভারতের মুসলমান। আর তাই আমেরিকার এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ– মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এটা আমেরিকা বনাম ইসলামের যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধের এক পক্ষ আমরা, যারা এখানে বসে আছি মানব সভ্যতার পক্ষ নিয়ে। অন্যপক্ষ তারা, যারা এ মানব সভ্যতা ধ্বংস করতে চায়। এ সব বিপদের মোকাবেলা করতে আর আমাদের আশা জাগিয়ে রাখতে আমেরিকা অতীতে এবং বর্তমানে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারতের মত দেশের সাথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমেরিকা কাজ করে

যাচ্ছে। আমরা জানি যে শুধু এক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি সেটা যদি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও হয়, সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও জানতে চাই। কারণ, আমরা জানি যে গণতন্ত্র পুরোপুর নিখুঁত নয়।

আমেরিকার দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতার প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলকথা। এটাই আমাদের কাছে মুখ্য বিষয়, ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিষয়টা। আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। ইন্ডিয়া আমেরিকার মতই বিভিন্ন জাতির মানুষের এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মত আপনাদের সংবিধানও ভারতের সব মানুষকে তার নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দেয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। আমি বলব, না। যে আমেরিকা মনে করে এটাই ঠিক। আমি বলব, না যে, প্রত্যেক আমেরিকান এটা বিশ্বাস করে, যতটা গভীরভাবে আমি বিশ্বাস করি সহিষ্ণুতায়। তবে আমি আপনাদের কাছে শপথ করে বলছি যে, সব ধর্মের স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা আমাদের মূল আদর্শ।

একইভাবে ভারতে এটাই আপনাদের মূল আদর্শ। সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকা আর ভারতের উচিত স্বাধীনতাকে সমর্থন করা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আর তাই আসুন! আমাদের সাথে যোগ দিন— আমরা যুদ্ধ করি স্বাধীনতার জন্য, ধর্ম পালনের স্বাধীনতার জন্য, এমন একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখানে বসে থাকা এ শিশুটি দেখবে। যেটা ভবিষ্যতে আপনার সন্তান দেখবে। আর সেটা নির্ভর করবে এ কঠিন সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা আর সহযোগিতার ওপর। যাহোক, স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতার প্রতি আমাদের আদর্শের এ মিল এক সুঁতোয় বাঁধা। আমাদের মিলটা বা সাদৃশ্যটা খুবই মূল্যবান। এটা আমাদের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কাজ করে যাব আপনাদের আর আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ।

সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

আবদুল হাকিম ঃ আস্সালামু আলাইকুম। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. জাকির নায়েকের সাথে। ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক হলেন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তাঁর প্রেরণাতেই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এ প্রচেষ্টা– ইসলামকে

সঠিকভাবে বুঝতে পারা আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলো দূর করা। পেশায় একজন ডাক্তার হলেও বর্তমানে তিনি ইসলামের আদর্শ পৃথিবীর সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চান। মাত্র ৩৬ বছর বয়স থেকেই পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি, যুক্তি, বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেন এবং অকাট্যভাবে ইসলামের নামে ভুল ধারণাগুলি খণ্ডন করেন।

ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেন। ডা. জাকির তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং স্বতঃস্ফূর্ত আর অকাট্য উত্তরের জন্য বিখ্যাত। যেখানে দর্শকরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাঁর বক্তৃতার পরে কারো কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করতে পারেন, তিনি গত ৬ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর এই ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ৬০০রও অধিক বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর বই লিখেছেন অসংখ্য। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ সম্মানিত প্রধান অতিথি ডা. রিচার্ড হেইনস, ডা. অমর সিনহা, মিস্টার কৃষ্ণা অর্চন চৌরাসিয়া, অন্যান্য অতিথি এবং আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের ইসলামিক শুভেচ্ছার সাথে স্বাগতম জানাচ্ছি। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমত, বরকত ও শান্তি আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক। আজকের বিকেলের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদ। আপনাদের হয়ত জানা আছে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ২০ জন লোক হচ্ছে মুসলমান। অর্থাৎ, পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোক হলো মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মের বেশিরভাগ মানুষেরই ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারপরও ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ গতিতে বেড়েই চলেছে। এসব ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে।

মৌলবাদ শব্দটির অর্থ কি?

বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাটি এক নম্বরে রয়েছে ইসলামে। যখন কোন ব্যক্তি একজন মুসলমান সম্পর্কে শোনে বা জানে, তার মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি একজন মুসলমান? নাকি একজন জঙ্গি সন্ত্রাসী? মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কি? একজন মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন একটি বিষয়ে মৌলিকত্বকে কঠোরভাবে মেনে চলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি

একজন ডাক্তারকে ভাল ডাক্তার হতে হয়, তবে তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যদি সে একজন মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে কখনোই ভালো ডাক্তার হতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানীকে ভালো বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যদি সে ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে কখনোই ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

একজন গণিতবিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। গণিতবিদকেও একজন মৌলবাদী হতে হবে। যদি গণিত বিষয়ে তিনি মৌলবাদী না হন, তাহলে কখনোই তিনি ভালো গণিতবিদ হতে পারবেন না। আপনি সকল মৌলবাদীকে এক পাল্লায় ওজন দিতে পারেন না। কারণ ভালোও আছে মন্দও আছে। তাদের মধ্য থেকে মৌলবাদের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে বিচার করতে হবে কে ভালো মানুষ, আর কে খারাপ মানুষ? যেমন একজন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত অথবা চোর হয়, যার পেশা হচ্ছে ডাকাতি বা চুরি করা, সমাজের জন্য অবশ্যই সে একটি অভিশাপ। সে কখনোই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। অন্যদিকে আপনি যদি একজন প্রকৃত ডাক্তারকে দেখেন যার কাজ হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা। তাহলে সে সমাজের জন্য উপকারী, একজন ভালো মানুষ। তাই সকল মৌলবাদীকে একই মাপকাঠিতে পরিমাপ না করে, যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা উচিত।

আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি।

কারণ, আমি জানি, মানি এবং ইসলামের মৌলিকত্বকে ঠিকভাবে পরিচর্যা করি এবং আমি এও জানি, ইসলামে মানবতা বিরোধী কোন মৌলিকত্ব নেই এবং চ্যালেঞ্জ করতে পারি, পৃথিবীতে একটি মানুষও পাওয়া যাবে না, যে প্রমাণ দেখাতে পারবে যে, ইসলামের মৌলিকত্ব মানবতা বিরোধী। এমন কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে ইসলামের শিক্ষা ও কোরআনের শিক্ষা মানবতা বিরোধী। যখন আপনি এর একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করবেন, এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন, তখন একটি মানুষও পাওয়া যাবে না যে বলবে, ইসলামের মৌলিকত্বের মধ্যে মানবতা বিরোধী কিছু আছে। এ কারণে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, একজন হিন্দুকে পরিপূর্ণ হিন্দু হতে হলে, হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে সে একজন পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পারবে না। একজন খ্রীস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিকে খ্রীস্টান ধর্মে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে হলে তাকে খ্রীস্টান ধর্মে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে সে একজন পরিপূর্ণ খ্রীস্টান নয়।

যদি আপনারা ওয়েবস্টারের অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী শব্দটি আবিষ্কারের পর একদল আমেরিকান খ্রীস্টানদের বর্ণনা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। যাদেরকে বলা হতো প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টান। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা গীর্জার প্রতি আপত্তি জানায়। পূর্বে খ্রীস্টান গীর্জায় এটি বিশ্বাস ছিল যে, বাইবেলের আদেশ সব ছিল খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টানরা প্রতিবাদ করে বলে যে, শুধু বাইবেলের আদেশই নয়... আদেশ, শব্দ, বর্ণ সব কিছুই খোদা প্রদত্ত। যদি কোন মৌলবাদী প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদা প্রদত্ত, তাহলে সেই মৌলবাদীদের এ পদক্ষেপ একটি সফল পদক্ষেপ। আর কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদা প্রদত্ত নয়, তাহলে সেটি ভালো পদক্ষেপ নয়। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করে থাকেন। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণটি পড়েন, তাহলে দেখবেন, সেখানে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। সেটা হল, মৌলবাদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করেন, বিশেষ করে ইসলাম। পরিবর্তিত সংস্করণে "বিশেষ করে ইসলাম" শব্দগুলো যোগ করা হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি মৌলবাদী শব্দটি শোনেন, তখনই আপনি একজন মুসলমানের কথা চিন্তা করেন যে কি-না সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসবাদ কি?

সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে, ডা. জাকির নায়েক এসব কি কথা বলছেন যে, প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটা কি? সন্ত্রাসীর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে অন্যায়ভাবে সমাজে মানুষকে ভয় দেখায়। একজন ডাকাত যদি কোন পুলিশকে দেখে ভয় পায়, তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসী। তাই এ ধারণার ভিত্তিতে ডাকাতের কাছে প্রতিটি মুসলমানই একজন সন্ত্রাসী। যখন একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষণকারী একজন মুসলমানকে দেখে, সে ভয় পায়। এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। আমি মনে করি, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অন্য কোন নিরীহ ব্যক্তিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে কোন মুসলমান নিরীহ কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না।

মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা অনুসারে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে দুটি ভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ষাট বছর পূর্বে আমরা যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিলাম, তখন কিছু ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। এ সব ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কাছে সন্ত্রাসী নামে পরিচিত ছিল। আবার এ সকল ব্যক্তি সাধারণ ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, কিন্তু পরিচয় হচ্ছে দু'টো। একদলের কাছে তাদের পরিচয় সন্ত্রাসী, আরেক দলের কাছে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন লেবেলে ফেলতে হলে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, সেই ব্যক্তিকে ঐ লেবেলে ফেলার কারণ কি? আপনি যদি ব্রিটিশ সরকারের সাথে একমত হন যে, ব্রিটিশদের উচিত ভারত শাসন করা, তাহলে আপনি এ ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ ভারতবাসীর সাথে একমত হন, যে ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল শুধু ব্যবসা করতে, শাসন করতে নয়, তাহলে আপনি এদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলবেন। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, পরিচয় হচ্ছে তার দু'টো। এখন আমি আপনাদের কাছে একজনের নাম বলব। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলা। যিনি নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে শ্বেতাঙ্গদের সরকার ম্যান্ডেলাকে আখ্যায়িত করেছিল একজন সন্ত্রাসী হিসেবে। আর আফ্রিকানদের কাছে ঐ ম্যান্ডেলাই একজন বীর হিসেবে পরিচিত। একই ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গরা বলল সন্ত্রাসী আর কৃষ্ণাঙ্গরা বলল বীর। একই কর্মকাণ্ড কিন্তু দু'টি ভিন্ন স্তর।

আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছে, তাহলে আপনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী মনে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে নি তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা আপনার নিকট একজন বীর হিসেবে সম্মানিত হবেন।

যেমন আল-কোরআনে সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ـ

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি নর-নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।" — (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'য়ালার চোখে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন মুত্তাকী। আল্লাহ মানুষের বর্ণ, লিঙ্গ, সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করেন না। বিচার করেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। তাকওয়া হল নিরপেক্ষতা, ধর্মতান্ত্রিকতা এবং খোদার প্রতি সচেতনতা। যদি আপনি কোরআন এবং যেভাবে আমাদের মহানবী ﷺ বিদায় হজ্জের সময় বলেছিলেন যে, আজ থেকে সমস্ত ভেদাভেদ শেষ হয়ে গেল– এ কথার সাথে একমত হন। তিনি বলেন— অনারবদের কাছে কোন আরবরা শ্রেষ্ঠ নয়। আরবদের কাছে কোন অনারব শ্রেষ্ঠ নয়। শ্বেতাঙ্গদের কাছে কোন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে কোন শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। একমাত্র উত্তম চরিত্র ছাড়া। তাই যদি আপনি কোরআনের দৃষ্টি এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর সাথে একমত হন, তাহলে আপনি ম্যান্ডেলাকে সন্ত্রাসী না বলে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করবেন, যে তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে কোন স্তরে ভাগ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই এর যথাযথ কারণ দেখাতে হবে।

যদি কোন মুসলমান মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে এবং আপনি একজন অমুসলিম হয়ে যদি সেই মূর্তি ভেঙ্গে দেন, আর তাতে যদি পুরো মুসলিম বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করব। কারণ, মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা

ইসলামে আলোচিত ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো 'জিহাদ'। জিহাদের অর্থ সম্বন্ধে শুধুমাত্র অমুসলমানদের মাঝেই নয়, এমনকি মুসলমানদের মাঝেও ভুল ধারণা আছে। বেশির ভাগ মানুষই, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক, তারা মনে করে যে, কোন মুসলমান যুদ্ধ করুক যে কোন যুদ্ধ যে কোন কারণেই করুক না কেন সেটা যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে, দেশের ব্যাপারে হতে পারে, ভাষাগত ব্যাপারে হতে পারে, যে কোন কারণেই মুসলমানরা যুদ্ধ করলেই সেটা হল জিহাদ।

অমুসলমানরা এমনকি মুসলমানরাও একটি বড় ভুল করে যে, যে কোন মুসলমান যুদ্ধ করলেই তাকে জিহাদ নাম দেয়। এই 'জিহাদ' শব্দটা এসেছে আরবী

শব্দ 'জাহদাহ' থেকে, যার মানে হল চেষ্টা করা,পরিশ্রম করা, উদ্যমী হওয়া। ইসলামিক অভিধান অনুযায়ী জিহাদ অর্থ কারো অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করা। জিহাদের অর্থ হলো চেষ্টা করা। সমাজের উন্নতি করা। এর মানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করাকেও বুঝায়। এর অর্থ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। জিহাদ যে মূল শব্দ 'জাহদাহ' থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ছাত্র চেষ্টা করে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাকে আরবীতে বলে সে জিহাদ করছে। আমরা বলি সে চেষ্টা করেছে। সে পরীক্ষায় পাশের জন্য পরিশ্রম করেছে। যদি কোন চাকুরীজীবী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তার মনিবকে খুশি করার জন্য সে ভাল কাজ দিয়েই করুক আর খারাপ কাজ দিয়েই করুক, সেটাই হলো জিহাদ।

একজন চাকুরীজীবী তার সর্বশক্তি দিয়ে মনিবকে খুশী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা। কোন রাজনীতিবিদ যদি ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেটা ভালোভাবে হোক আর খারাপভাবেই হোক, সেটাকেই আরবীতে বলা হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ সম্বন্ধে আরো একটি ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে আছে। যে কোন মানুষই ভাবে, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক 'জিহাদ' শুধুমাত্র মুসলমানরাই করে থাকে। মূলত কোরআনের বাণীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, অমুসলানরাও জিহাদ করে থাকে। পবিত্র কোরআনে সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ
فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

"আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছি, ঠিক যেভাবে তাদের মা অনেক যন্ত্রণা পেয়ে জন্ম দিয়েছেন এবং বছরের পর বছর লালন-পালন করেছেন। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"

এরপর সূরা লুকমানের ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ. فَلَا
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

"যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করতে বলে এমন সব ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর তারা পৃথিবীতে সদ্ব্যবহার পাবার অধিকার রাখে।"

কোরআনে আছে, যদি পিতা-মাতা তোমাদের চাপ দেয়, চেষ্টা করে, জিহাদ করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করানোর জন্যে, তাহলে তাদের অমান্য কর।

কোরআন বলছে, অমুসলিমরাও জিহাদ করে। একই কথা বলা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সূরা আনকাবুতের ৮নং আয়াতে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا .

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আর তারা যদি অজ্ঞভাবে তোমাকে আমার সাথে শরীক করতে বলে তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।"

জিহাদ কি শুধু মুসলমানরাই করে?

আমরা কোরআন থেকে জানতে পারি যে, শুধু মুসলিমরাই নয়, এমনকি অমুসলিমরাও জিহাদ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ .

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং যারা কুফুরী করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"

এখানে বলা হচ্ছে যে, শয়তানও জিহাদ করে। তাহলে আরবী শব্দ 'জিহাদ' এর অর্থ হল চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা। উপযুক্ত কারণে বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর খারাপ লোকেরা সংগ্রাম করে শয়তানের পথে। তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিস শয়তান। তাহলে জিহাদ

দুই প্রকার। ভাল জিহাদ আর মন্দ জিহাদ। অর্থাৎ, সংগ্রাম করা ভালোর জন্যে, সংগ্রাম করা খারাপ কিছুর জন্যে। তবে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি তেমন কিছু বলা না হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, এ জিহাদ ভালো কিছুর জন্যে। এটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এ জিহাদ আল্লাহ তায়ালার পথে। আল্লাহ যদি বিশেষভাবে কিছু না বলেন তাহলে এটা ধরে নেয়া হয় যে, যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করা হবে, এটার অর্থ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

জিহাদ ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য

আরো একটা ভুল ধারণা আছে যে, বেশির ভাগ মানুষ, মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, তারা মনে করে যে, জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। সত্যি বলতে, যদি আপনি কোরআন পড়েন, তাহলে দেখবেন, পবিত্র কোরআনের কোন জায়গায়ও পবিত্র যুদ্ধ শব্দটা ব্যবহার করা হয় নি। একটি সহীহ হাদীসেও পাবেন না যেখানে এ কথাটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন। আরবী অনুবাদ করলে Holy War হোলিওয়ার শব্দটির ইংরেজি থেকে যেটা দাঁড়ায়, সেটা 'হারবুম মুকাদ্দাসা' যার অর্থ পবিত্র যুদ্ধ। এ শব্দটা কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ওরিয়েন্টালিস্টরা। যখন থেকে তারা ইসলামের ওপর বই লিখতে শুরু করেছিল।

আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও জিহাদের অনুবাদ করেন পবিত্র যুদ্ধ। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ একজন ভুল করে ইসলামের কোন কিছুর ব্যাখ্যা দেয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও ইংরেজীতে তা অনুবাদ করেন। আর তারা মনে করেন জিহাদ শব্দটার সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজি হল 'হোলিওয়ার'– যেটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআনে উল্লেখ আছে 'কিতাল' শব্দটি যার অর্থ যুদ্ধ, যার অর্থ হত্যা করা। এখানেও যুদ্ধ দুই প্রকার। হত্যা করা দুই প্রকার। ভাল কিছুর জন্য হত্যা করা আর খারাপ কিছুর জন্য হত্যা করা। পবিত্র কোরআনে সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا .

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কুফুরী করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।"

তাহলে বিশ্বাসীরা যুদ্ধ করবে শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তার অর্থ খারাপ লোকেরা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। আর ভাল লোকেরা যুদ্ধ করে মহান স্রষ্টার পথে। তাহলে জিহাদের অর্থ কোনভাবেই পবিত্র নয়।

আর কিতালের অর্থ যুদ্ধ করা। কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে। আর কিতাল ফি সাবিলিশ শয়তান অর্থ– যুদ্ধ করা শয়তানের পথে। জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বহু নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্জের ৭৮ নং আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ

" আর তোমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো যেভাবে তা করা উচিত।"

পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ২০ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করেছে তাদের জন্য আল্লহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার আর তারাই সফলকাম।"

এর অর্থ হল– এখানে বলা হচ্ছে যে, সেসব লোক যারা হিজরত করে, আর সংগ্রাম করে, জিহাদ করে, চেষ্টা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে, ভাল কাজ করে, যাবতীয় সম্পদ দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে, এ লোকগুলো পরবর্তী জীবনে সম্মান পাবে এবং তারা জান্নাতে যাবে।

একই কথা মহানবী ﷺ-এর হাদীসে উল্লেখ আছে। সহীহ বুখারীর চতুর্থ খণ্ডে ৪৬নং হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, একজন 'মুজাহিদ' যে

চেষ্টা করে আল্লাহ তা'য়ালার পথে, আর আল্লাহ নিজেই জানেন কোন্ মানুষটা তাঁর পথে জিহাদ করেছে আন্তরিকতার সাথে। যেমন একজন মানুষ নিয়মিত রোযা রাখেন আর নামায পড়েন। আর যদি কোন ব্যক্তি, যে একজন মুজাহিদ, আল্লাহর পথে চেষ্টা করেন, যদি তিনি নিহত হন, তিনি জান্নাতে যাবেন।

আর যদি তিনি ফিরে আসেন, তিনি আসবেন গনীমতের মালসহ বড় পুরস্কার নিয়ে।

জিহাদ শব্দটা পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে সূরা আনকাবুতের ৬ নং আয়াতে বলেছেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ .

"আর যে ব্যক্তি জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বাবাসীর কারো নিকট মুখাপেক্ষী নন।"

তার মানে আপনি যদি চেষ্টা করেন আল্লাহ তায়ালার পথে, তাহলে আপনি নিজের জন্যেই চেষ্টা করছেন। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালার কোন অভাব নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পথে, সেটা আপনার নিজের জন্যই ভালো। এটা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ভালোর জন্য নয়। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি স্বনির্ভর। তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন, এখানে বলা হচ্ছে সেটা আপনার ভালোর জন্য। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَاْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ..

"হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, তোমার পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসায় যার ব্যাপারে তোমরা আশংকা কর

এবং এমন বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর– এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা হতে অধিকতর ভালোবাসার বস্তু হয় তাহলে আল্লাহর শাস্তি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

আল্লাহ বলেছেন, তোমার কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তোমার বাবা, সন্তান, ভাই, তোমার স্বামী বা স্ত্রী, তোমার আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ তুমি জমিয়েছ, যে ব্যবসা দিয়ে তুমি রোজগার কর, যে ঘরে তুমি বাস কর, তোমার কাছে আর কি গুরুত্বপূর্ণ? আল্লাহ আরো বলেছেন– "তুমি যদি এই আটটা জিনিসকে বেশী ভালবাস আল্লাহর থেকে, তাঁর প্রেরিত নবী থেকে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করা থেকে তাহলে অচিরেই তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি বর্ষিত হবে। আর আল্লাহ পাপাচারদের পছন্দ করে না।"

জিহাদ শব্দটা এখানে আবার এসেছে। বলা হচ্ছে, "যদি তুমি এই আটটা জিনিসকে বেশী ভালবাস সর্বশক্তিমান আল্লাহর থেকে, আল্লাহর প্রেরিত নবী থেকে। আর জিহাদ না কর, যদি সংগ্রাম না কর আল্লাহ তায়ালার পথে, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ আল্লাহ তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন, অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করেন এবং আল্লাহ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না।"

সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ

হাদীসেও এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন। সহীহ বুখারী : চতুর্থ খণ্ড; হাদীস-২৭৮৪ এ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হযরত আয়েশা (রা) [তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রী.....] তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কি জিহাদে যাওয়া উচিত না? মহানবী ﷺ বললেন, তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল একটি নির্ভুল হজ্জ।

সহীহ বুখারীর ৫৭৯২ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে, একজন লোক মহানবী ﷺ-এর কাছে আসল এবং বলল যে, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত? আর এখানে জিহাদ, সংগ্রাম করা, বলতে বোঝানো হচ্ছে খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তো লোকটা জিজ্ঞাসা করল, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত, খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে? তখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার কি বাবা-মা আছেন? লোকটা বলল, আছে, মহানবী ﷺ বললেন, তোমার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল তোমার বাবা-মায়ের সেবা করা। অন্য আরেকটি জায়গায়, যেটার

উল্লেখ আছে সুনানে নাসাঈতে, হাদীস নং ৪২০৯ এতে যে এক লোক মহানবী ﷺকে জিজ্ঞাসা করল কোন জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ? মহানবী ﷺবললেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে সেই জিহাদ, সব সময় সত্য কথা বলতে হবে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বদলাচ্ছে। কোন সময় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো সঠিক নিয়মে হজ্জ করা। মানে সঠিক নিয়মে তীর্থস্থান ভ্রমণ করা। আরেক জায়গায় মহানবী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো বাবা-মায়ের সেবা করা। আরেক জায়গায় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ, শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা হল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা। প্রিয় নবী মোহাম্মদ ﷺবলেছেন (এটার উল্লেখ আছে সহী ইবনে হাবান-এ), মহানবী ﷺবলেছেন, "একজন মুজাহিদ যে চেষ্টা করে........ একজন মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে চেষ্টা করে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে....... আল্লাহ তা'য়ালার কারণে। আর একজন মুজাহিদ যিনি দেশত্যাগ করে, হিজরত করে, মন্দ হতে ভালোর দিকে হিজরত করে। এখানে আপনি পাবেন যে জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ এক এক রকম হয়েছে। তাহলে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে আপনাকে পড়তে হবে প্রকৃত ইসলামের ধর্মগ্রন্থগুলো অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সহীহ হাদীসে মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীগুলো।

শয়তান ও শয়তানের দেখানো পথ কি?

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

এখানে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, তুমি বিশ্বাস করো এবং অনুসরণ কর না শয়তানের দেখানো পথ। অনেক জায়গায় কোরআন বলছে শয়তানকে অনুসরণ কর না। কিন্তু এখানে আল্লাহ বলেছেন অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ।

এখানে কি শয়তান আর শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? কেন আল্লাহ তা'য়ালা শব্দগুলো বদলালেন? এটার কারণ হল, উদাহরণস্বরূপ যদি কোন যুবতী মহিলা একজন যুবকের কাছে আসে এবং তাকে বলে যে, চলো রাতে এক সাথে থাকি। যেহেতু লোকটার বিশ্বাস আছে তাই সে বলবে না, কখনো না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা গুনাহ এবং সে এটা করবে না।

কিন্তু অন্য ব্যক্তি যার ঈমান নেই, যদি কোন যুবতীর ফোন আসে সে বলবে একজন যুবতীর সাথে কথা বললে কোন ক্ষতি নেই। তাই সে বার বার ফোনে কথা বলল। কিছুদিন পর মেয়েটি বলল, চল বাইরে এক সাথে চা খাই। আর কিছুদিন পর সে চা খেতে গেল। তখন সে ম্যাকডোনাল্ডস এর মত কোন হোটেলে যেতে পারে, তারা ম্যাকডোনাল্ডে গেল। কিছুদিন পর তারা ডিনার করার জন্য কোন এক রেস্টুরেন্টে যেতে পারে এবং আর কিছুদিন পর তারা এক সঙ্গে রাত কাটাতে পারে কোন একটা হোটেলে। এটা হল খুতওয়াতুশ শয়তান বা শয়তানের দেখানো পথ। যদি শয়তান ঈমানদার ব্যক্তির সামনে আসে সে সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে চিনতে পারবে এবং তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে আকর্ষণ আছে।

শুধু একটা মেয়ের সাথে কথা বললে কি সমস্যা হয়? শুধু একটু চা খেলে কি সমস্যা. কোন সমস্যা নেই, শুধু ম্যাকডোনাল্ডস এ বার্গার খাওয়া কোন সমস্যা নয়। শুধু একটু ডিনার করা, শুধু একরাত ঘুমানো কোন সমস্যা নেই। এটাই শয়তানের পথ। তাই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, তিনি তোমাদের পথ নির্দেশ দিয়েছেন ও তোমরা বিশ্বাস করো, ইসলামের জগতে প্রবেশ কর সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে এবং অনুসরণ কর না খুতওয়াতুশ শয়তান তথা শয়তানের দেখানো পথ। কারণ সে তোমার জন্য একটি ঘোষিত শত্রু। একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো দাওয়াত। ইসলামের সত্য বাণী পৌছে দেয়া। সত্যকে পৌছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ কোরআনে সূরা আল ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ـ

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।"

আল্লাহ আমাদের সম্মান দিয়েছেন এবং বলেছেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোন সম্মানই দায়িত্ব ছাড়া আসে না। আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি উৎসাহিত কর ভাল কাজে, নিষেধ কর খারাপ কাজ থেকে। আর তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যে কারণে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, সেটা হল আমরা মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করি এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করি। যদি ভাল কাজে উৎসাহিত না করেন এবং খারাপ কাজে নিষেধ না করেন, তাহলে আপনি মুসলমান হওয়ার যোগ্য নন। যারা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এই সম্মান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করা এবং খারাপ কাজে নিষেধ করার কারণে। আর আমি শুরু করেছিলাম পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে। সূরা ইসরার ৮১ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"আর হে নবী ﷺ বলুন, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"

এটা প্রত্যেক মানুষের উচিত হবে যে, সত্যটা পৌঁছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোন মানুষের জান্নাত পেতে হলে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে।

পবিত্র কোরআনের সূরা আসরের ১ থেকে ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করেছে।"

শুধুমাত্র বিশ্বাস আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। বিশ্বাসের পাশাপাশি আপনাকে ভাল কাজ করতে হবে। মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পথে আনতে হবে। যদি এর কোন একটি শর্ত পূরণ না হয়, সাধারণ অবস্থায় কোরআনের আয়াত অনুযায়ী আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না।

মিডিয়া বনাম ইসলাম

আজকে আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, হোক সেটা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজ, কিংবা ম্যাগাজিন, আপনি দেখবেন যে, ইসলামকে তোপের মুখে রাখা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেটেও ইসলাম সম্পর্কে বহু মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কনসাল জেনারেল রিচার্ড হেইনসের সাথে একমত, যিনি চেন্নাইতে বলেছিলেন যে, আমেরিকান জাতি কখনই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আমি তার সাথে একমত যে, আমেরিকার সমস্ত লোকজন ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, আর একই কথা আমি ইন্ডিয়ান ভাইদের বলছি যে, হিন্দুরা সবাই ইসলামের বিপক্ষে নয়। আমাদের অনেক হিন্দু বন্ধু আছে। এতে কোন সমস্যা নেই। এটা হতে পারে ছোট একটা দল যারা ইন্ডিয়ানদের জন্য ইসলামের নিন্দা করে। এটা হতে পারে ছোট একটি দল যারা ইউরোপীয়ানদের লাভের জন্য চেষ্টা করে ইসলামের নিন্দা করতে। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে এটা করে। কারণ কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়।

দুই ধর্মের মানুষকে আলাদা করে রাখতে পারলে সহজে ভোট ব্যাংক কব্জা করা যায়। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কিছু মানুষ। আর এমনি পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান মনোযোগটা নিয়ে যান অন্য দিকে। ফলে ইসলামকে তোপের মুখে রেখে জন্ম হয় আরেকটি ঘটনার। তাই আমি মেনে নিচ্ছি যে, সব মিলিয়ে আমেরিকান জাতি ইসলামের বিপক্ষে নয়। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ার অমুসলিমরাও ইসলামের বিপক্ষে নয়। বিপক্ষে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। আর এ লোকগুলোই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৭৯ সালের ১৬ই এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল এসেছিল। যেখানে ছিল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে ৬০,০০০ এরও বেশী বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। টাইম ম্যাগাজিনের এ আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি যদি হিসেব করেন তাহলে দেখবেন, প্রত্যেক দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আর মিডিয়াকে আমি দোষ দেব এবং দোষ দেব রাজনীতিবিদদের। আমার মতে এ সমস্যার জন্য দায়ী হল মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদরা। আমার কথায় কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। এটা শুধুমাত্র আমার মতামত।

আপনি যদি মিডিয়াকে ভাল করে দেখেন, আমি জানি এখানে অনেক সাংবাদিক আছেন। সকালেও আমি বলেছিলাম যে, অধিকাংশ সাংবাদিকই আছেন যারা সত্যবাদী আর তারা বেশ ভাল। বিপক্ষে রয়েছে অর্ধেকেরও বেশী। এর মানে কিন্তু সবাই জানে। আর আপনি যদি ভালভাবে দেখেন যে, আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যেমন দরুন, যদি কোন মুসলমান মহিলা হিজাব পরেন, তাকে টার্গেট করা হবে। একই সাথে গীর্জার নানকদের দেখেন তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত বাদে পুরো শরীর ঢাকা। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোন মুসলমান দাঁড়ি রাখে তার মানে হচ্ছে সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরাও দাঁড়ি রাখে, তাতে কোন সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ী পরে, তাতেও সমস্যা নেই। আমি দশ বছর আগে যখন প্রথমবার কানাডায় গেলাম, সেখানে দেখি একজন শিখ কোর্টে মামলা করেছে। সে ছিল কানাডিয়ান, আর সে কেস করছে এ কারণে যে, কানাডিয়ান আর্মিতে পাগড়ি খুলবে না বলে এবং সে মামলায় জিতেছিল। আর এখানে দেখি যদি কোন মুসলমান দাঁড়ি রাখে মানুষ তখন অন্য কিছু ভাবে। আমি জানিনা দাঁড়ি কি ক্ষতি করতে পারে। এটা একটা মাছিকেও কিছু করতে পারবে না। একটা টুপি কি ক্ষতি করতে পারে?

কেউ কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে, তাকে অ্যারেস্ট করুন, ভাল কথা। কেউ সন্দেহজনক কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করুন, ভাল কথা। কিন্তু চিন্তা করুন, দাঁড়ি একটা মাছিকেও কিছু করতে পারে না। যদি ভাল করে দেখেন, দেখবেন বেশিরভাগ ধর্মেই ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যীশুখ্রীষ্ট, যিনি ইসলাম ধর্মে একজন নবী, আবার অনেক খ্রীস্টান উনাকে মনে করে তাদের সৃষ্টিকর্তা, উনারও দাঁড়ি ছিল। সাধু-সন্তরাদেরও দাঁড়ি আছে। বেশিরভাগ ধর্মেই গুরুত্বপূর্ণ লোকদের, ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যদি ধর্মগুলো ভাল করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, ওপরের সারির লোকদের দাঁড়ি আছে। তাহলে দাঁড়ি থাকলে সমস্যা কি? আসলে কোন সমস্যাই নেই।

এটা হচ্ছে মিডিয়ার প্রতারণা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এর ফলে সবার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। আমি মুসলমানদেরও দোষ দেব এ কারণে যে, আমরা তাদের কাছে সত্য কথাটা পৌঁছে দিতে পারছি না। একেবারেই পারছি না। এদিকে কোরআনের বেশ কিছু আয়াত

প্রসঙ্গ ছাড়াই উল্লেখ করা হচ্ছে। আর সমালোচকরা কোরআনের একটা বিখ্যাত আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, কোরআন বলছে, যদি কোন অমুসলিমকে দেখ, তাকে মেরে ফেল।

আপনারা জানেন, ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত সমালোচক, অরুণ শুরী, একটা বই লিখেছেন, 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অভ ফতোয়া'। তিনি তার বইতে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, সূরা তওবায় ৯ নম্বর পারার ৫ নম্বর আয়াতে আছে, তাঁর মতে কোরআন বলছে, যদি কোন কাফেরের সাথে দেখা হয়, ব্রাকেটের ভেতর হিন্দু, তাকে মেরে ফেল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখ। তাহলে ভেবে দেখেন, যদি কোন সাধারণ হিন্দু, একজন নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, ওহ্! কোরআন বলে, যদি কোন হিন্দুর সাথে দেখা হয় তাকে মেরে ফেল। তাহলে তক্ষুণি তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। লোকটা তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হচ্ছে, হাতে গোনা কিছু লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাচ্ছে। কারণ তারাই 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অভ ফতোয়া'র মত বইগুলো লিখছে।

তিনিও অন্যান্য সমালোচকদের মত কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমে সূরা তাওবার ৯ নম্বর পারার ৫নং আয়াত। তারপর লাফ দিয়ে ৭ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবে যে, কেন এটা করা হয়েছে। কারণ ৬ নং আয়াতে, সব অভিযোগের উত্তর দেয়া আছে এখানে। শানে নুযূলসহ যদি আপনারা সূরা তওবা পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, এর প্রথম দিকে বলা হচ্ছে মুসলমান আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যকার একটি শান্তি চুক্তির কথা। এ শান্তিচুক্তি মক্কার মুশরিকরা ইচ্ছা করেই ভেঙ্গে ছিল। আর তখন মহান আল্লাহ ৫ নং আয়াতে বললেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যখনই তোমার শত্রুকে (কাফের মানে অবিশ্বাসী শত্রু) দেখতে পাবে, তাকে যুদ্ধের ময়দানে মেরে ফেল। তাই যদি কেউ প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেন, সেটা হাস্যকর হবে।

চিন্তা করুন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার সাথে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল, তখন যদি আমেরিকার আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকান সৈন্যদের বলে যে, আমার সেনারা, তোমরা ভয় পেয়ো না। যেখানেই কোন ভিয়েতনামীকে দেখবে মেরে ফেল, এটা তারা বলেছে সাহস দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দেয় যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছে, কোন ভিয়েতনামীকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলবে। তখন কথাগুলো

হাস্যকর হবে। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন আর্মি জেনারেল এমন কথা বলতেই পারেন।

তাহলে একইভাবে আল্লাহ যদি বিশ্ববাসীদের কোরআনের মাধ্যমে বলেন, যখনই শত্রুরা তোমাকে মারতে আসবে, তাদেরকে মেরে ফেলতে ভয় পেয়োনা। তাহলে সেখানে সমস্যা কোথায়? আর এরপরেই ৬ নম্বর আয়াত বলছে যে, যদি অবিশ্বাসীরা শান্তি চায়, তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও, যেন তারা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জানতে পারে। কোরআন কিন্তু একথা বলছে না যে, শত্রু শান্তি চাইলে তাকে ছেড়ে দাও। কোরআন বলছে, তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। আজকের দিনের সবচেয়ে মহৎ আর্মি জেনারেল, সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্য হয়তো বলবে, যদি শান্তি স্থাপন করতে চায়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কোন আর্মি জেনারেল কি বলবে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও? কিন্তু কোরআন একথাই বলছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা

যদি আপনারা শানে নুযুল পড়েন, তাহলে কোরআনের আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। আর আপনারা যে কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন। আমি অনেক ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, শিখদের গ্রন্থ, জৈনদের গ্রন্থ সব পড়েছি। আর আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রায় সবগুলো ধর্মগ্রন্থেই কোন না কোন জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। বাইবেল পড়লে দেখবেন, প্রক্সোডালের গ্রন্থে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ২২ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮ থেকে ২০ বলছে, হত্যা কর। এক্সোডাসের ৩২ নং অধ্যায় বলছে, হত্যা কর। নাম্বারস বলছে, হত্যা কর। নিউ টেস্টামেন্টে লুক এর গসপেল, সেখানেও বলা হচ্ছে, 'হত্যা কর'। যীশু খ্রীস্টের ঐ গল্পটা হয়তো জানেন, তিনি যখন গেতসামেনির বাগানে গিয়ে সৈন্যদের বললেন যে, তোমাদের তরবারী বের করে দাঁড়াও। আর সৈন্যরা তখন তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থেই যুদ্ধকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আপনারা যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' পড়েন তাহলে দেখবেন ভগ্বদগীতার ২ নম্বর অধ্যায়ে আছে–আপনারা জানেন যে, অর্জুনের খুব মন খারাপ এ কারণে যে, তাকে তার নিকট আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, অর্জুন বলছে, কিভাবে এখানে

হাজার হাজার মানুষের সামনে আমার আত্মীয়দের হত্যা করব? অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তার ভগবান কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ তাকে বললেন, সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর যখন তুমি সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রু কে, সেটা বড় কথা নয়। হোক তারা তোমার আত্মীয়। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক ওপরে, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও।

একই কথা কোরআনের সূরা মায়েদার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ـ

"হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। আর কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালংঘন করতে প্রয়াসী না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। ন্যায় বিচার আল্লাহ্ ভীতির সবচেয়ে নিকটবর্তী।"

'বিশ্বাসীরা সুবিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, সৃষ্টিকর্তার পক্ষে দাঁড়াও' এমনকি যদি তা তোমারও বিপক্ষে যায়। তোমার বাবা-মার বিপক্ষে যায়, ধনীর বিপক্ষে বা গরীবের বিপক্ষে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রক্ষাকারী। যদি আপনারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন, তাহলে দেখবেন, প্রায় সব গ্রন্থেই কোথাও না কোথাও, কোন না কোন সময়ে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তার মানে এই না যে, আপনি এক্সোডাল থেকে উদ্ধৃতি দেবেন। অথবা ভগ্বদগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন যে, এটা সবার জানা। ভগ্বদগীতা বলে তোমার আত্মীয়দের মেরে ফেল, এটা হল প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। যদি ধর্মগুলো ভালভাবে বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে ধর্মগ্রন্থগুলো ভালভাবে পড়তে হবে। ধর্মগ্রন্থগুলো ভালভাবে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, সেখানে কি লেখা আছে। আর এ ধর্মগ্রন্থগুলোই হল এসব ধর্মের আসল উৎস। আপনারা জানেন যে, পবিত্র কোরআনের সূরা আল মায়েদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ـ

"এভাবে যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মা ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য কর্মতৎপরতা চালায় সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করে।"

কোরআন বলছে, যদি কোন মানুষ হোক মুসলিম বা অমুসলিম, কাউকে হত্যা করে, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোন অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল। এখানে আরো বলা হচ্ছে, আর যদি কেউ কোন মানুষকে বাঁচালো তাহলে সে পুরো মানব জাতিকে রক্ষা করল।

আর যখন কিতালের কথা আসে, (আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে যুদ্ধ করার নামই হল কিতাল) সেখানেও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কোরআনে এবং প্রিয়নবী মোহাম্মদ ﷺ এর হাদীসেও বলা হচ্ছে, যখন কোন উপায় থাকে না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেই হবে, সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা আল বাক্বারার ১৯০ নং আয়াতে বলেছেন–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا . اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে লড়াইয়ে রত আছে এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

এছাড়াও কোরআনের সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ . فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ .

"আর লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়ে সমগ্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে অত্যাচারী ব্যতীত অন্য কারো ওপর সীমালংঘন করা যাবে না।"

এক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে বার বার নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন আর উপায় থাকে না, এ নিয়ম মেনেই তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মহিলাদের ক্ষতি করব না, আমরা শিশুদের ক্ষতি করব না, বাড়ির ভেতর বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করব না, আমরা মন্দির ভাঙচুর করব না, গাছপালা পোড়াব না, গাছপালা কেটে ফেলব না, শস্য ক্ষেত পোড়াব না, পশুপাখি

হত্যা করব না, এমন আরও অনেক নিয়ম মানতে হবে। একটা বইয়ের কথা বলি যেটার লিখক রামকৃষ্ণ রাও। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনীর ওপরে লিখেছেন যে, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় মোট ২২ বছরে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে, তাতে সর্বমোট এক হাজার আঠার জন মানুষ খুন হয়েছে।

আপনারা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরিসংখ্যান জানেন। সে যুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল? সে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল ২ কোটি মানুষ। ১ কোটি সৈন্য আর ১ কোটি সাধারণ মানুষ। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ৩ কোটি মানুষ। আর আহত হয়েছিলেন সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। এগুলোর সাথে তুলনা করুন, আপনারা যদি পেছনের দিকে তাকান, তাহলে কোরআনের আয়াতগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

ইসলামের প্রসার ঘটেছে কি তরবারির মাধ্যমে?

একটা খুবই কমন অভিযোগ করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে যেটা একেবারে ভুল ধারণা। আর সেটা হল যে, ইসলামের প্রসার ঘটেছে তরবারির মাধ্যমে। ইসলাম শব্দটা এসেছে সালাম থেকে যার অর্থ শান্তি। যার অর্থ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। যখন কেউ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে শান্তির জন্য তখন সে মুসলমান।

চিন্তা করুন, যদি আপনারা অনুধাবন করেন যে, ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছে তরবারির মাধ্যমে? তার মানে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু কোন উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ আছে। যখন কোন সাধারণ মানুষ, কোন নাগরিক বা অন্য কেউ সেই দেশের কোন আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সেই দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে, সঙ্গে অস্ত্রও রাখে।

এদিকে ইসলাম কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলে, প্রধানত শান্তির কথা বলে, সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি চায় না, তারা চায় না সবাই শান্তিতে থাকুক। এদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণাটার উত্তর বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডিলেসি ওলেরি। তিনি তাঁর বই "ইসলাম এ্যাট দ্যা ক্রসেড"-এর ৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে,

মুসলমানদের তরবারি হাতে নিয়ে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না, যে মিথ্যাটা বার বার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, (মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করি নি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের সরিয়ে দিলো, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আযান দিতে পারত না।

আমরা (মুসলমানরা) গত ১৪০০ বছর ধরে আরব বিশ্বে রাজত্ব করছি। কিছু সময় ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে। কিছু সময় ফেঞ্চরাও। এ সময়টা বাদে পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব বিশ্বে রাজত্ব করছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক হল কপটিক খ্রীস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রীস্টান। আরবের এ দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায় নি। মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে ভারত শাসন করেছে, যদি তারা চাইত তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারত। আজকে এক হাজার বছর পরেও ভারতে ৮০% লোক মুসলমান না। এ ৮০% অমুসলিম সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করে নি। কোন মুসলমান আর্মি কি মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। কোন মুসলমান আর্মি কি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোন মুসলমান আর্মি কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন– প্রত্যেকটা নতুন আইডিয়া মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। উনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন। একই কথা আল কোরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

"হে নবী ﷺ! আপনি তাদেরকে আপনার প্রভুর পথে ডাকুন হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

প্লেইনট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৩৪ থেকে ৮৪ সালের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম, সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রীস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি ১৯৩৪ থেকে '৮৪ সাল পর্যন্ত কোন যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমি আবার প্রশ্ন করছি যে, কোন মুসলমান আমেরিকাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমি প্রশ্ন করছি যে, কোন মুসলমান ইউরোপকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইউরোপেও কথা বলার স্বাধীনতা আছে।

ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলিম মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কিভাবে যারা মুসলমান হচ্ছে, তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান আছে। আমেরিকার একটা রিসার্চ কোম্পানি যার অফিস ওয়াশিংটনে— এরা বলেছে যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০,০০০ লোক মুসলমান হয়েছে। ৯ই সেপ্টেম্বরে আমি নিউইয়র্কে ছিলাম, দুই দিন আগেই সেখানে চলে যাই, আমি তখন ছিলাম ইংল্যান্ডে, আর ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে মাত্র ৫/৬ মাসের মধ্যেই আমাকে তিন তিন বার সন্ত্রাসবাদের ওপর কথা বলার জন্য ডাকা হয়। এটা তো ভালই।

তবে ঐ সন্ত্রাসী কাজটা খারাপ ছিল, সালমান রুশদী আমাদের নবীর বিরুদ্ধে লিখেছে, সেটা খারাপ, কিন্তু লোকে জানতে চাইল সালমান রুশদী কি লিখেছে? তারপর সত্যটা জানার জন্য কোরআন পড়লো। আর সত্য জানার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। আজকের দিনে আমেরিকায়ও এ পরিসংখ্যান বাড়ছে। আমেরিকারই একটা প্রধান খবরের কাগজ দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস বলছে এখন আমেরিকানরা জানতে চায় যে, মুসলমানদের কোন বাইবেল পাওয়া যায় কি-না, তারা জানেও না যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন। তারা মুসলমানদের বাইবেল পড়তে চায়। ভালই তো। আর যখনই তারা সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনের ১৭তম সূরা সূরায় বনী ঈসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"আর হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"

আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। যেটা মানুষের মন জয় করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা মহান স্রষ্টা তিনি। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তিন-তিনবার বলেছেন– সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৩, সূরা সাফ ঃ আয়াত-৯, সূরা ফাতাহ ঃ আয়াত ২৮-এ বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি উহাকে (সত্য দ্বীনকে) সকল জীবন ব্যবস্থার ওপরে বিজয়ী করতে পারেন।"

আমি কথা শেষ করার আগে ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই, তিনি বলেছেন, "লোকেরা দুশ্চিন্তা করে যে, কোন একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের কাছে চলে যাবে। তারা বুঝতে পারে না যে, যেদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনই ইসলামের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

ওয়া আখিরু দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা এখন বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। তবে একবারে একটি প্রশ্ন করবেন। আমরা প্রথম প্রশ্ন শুরু করছি।

প্রশ্ন ঃ স্যার, আমার নাম ওয়াসিগরেন। আমি একজন খ্রীস্টান সাংবাদিক। আমরা জানতাম যে, ক্রুসেডাররা যে ক্রুসেডে গিয়েছিল সেগুলো ছিল পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, ক্রুসেড কিভাবে নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল। এভাবে কি বলা যায় না যে, এ ক্রুসেড থেকেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের শুরু? সত্য কথা বলতে সন্ত্রাস চালিয়েছে, আর এখন তারাই মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে মানুষের সামনে এভাবে তুলে ধরে কেন? ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি বেশ ভাল প্রশ্নই করেছেন। উনি একজন খ্রীস্টান, উনি স্বীকার করলেন আর আমিও আপনাদের বলছি। মুসলমানেরা এ পবিত্র যুদ্ধকে বলেছে "জিহাদ"। এক এক জায়গায় এক এক নাম। আর ক্রুসেড যখন পবিত্র যুদ্ধ তখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এটা খুব পবিত্র। আর তিনি একজন সাংবাদিক, তারপরও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করলেন। এ ক্রুসেড নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আগে কিছু বলি নি। কারণ আমি এখানে ইসলামের ওপর কথা বলছি। আমি এখানে অন্য ধর্মের কথা বলছি না। অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না। সমালোচনা করতে চাইও না। প্রত্যেক ধর্মই শান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, তাই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন যে, ক্রুসেড মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সন্ত্রাস তারাই শুরু করেছে। আর এখন তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে।

আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন, পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ হারে বাড়ছে। মুসলমানেরা যে সবাই ভালো, সে কথা বলছি না। সব ধর্মেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। তবে সব মিলিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে, মানুষকে তরবারির মুখে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে।

কোনদিন না, কখনো না। বরঞ্চ, মুসলমান হওয়ার কারণে অনেক মানুষকে হেনস্তা, অপদস্ত করা হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান আপনি পাবেন, যদি আপনি বাইবেল পড়েন। বাইবেলে দেখবেন, যীশু খ্রীস্ট বা ঈসা মসীহ বলেছেন– (ম্যাথিউ এর গসপেলে। অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১-এ।)

"যদি কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পর দেয়, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ তার সাথে এক মাইল থাকতে বলে, তুমি দুই মাইল তার সাথে থাক। যদি কেউ তোমার জামাটা চায়, তাকে তোমার আলখাল্লাটা দিয়ে দাও।"

তাহলে যীশু খ্রীস্ট যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর একজন প্রেরিত নবী, তিনি আমাদের শান্তি কি তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।" আপনি যদি ভাল করে দেখেন, যদি ভালো করে বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখবেন কোথাও লেখা নেই যে, যীশু খ্রীস্ট বা ঈসা মসীহ মুসলমানদের অপদস্ত করতে বলেছেন। আর সে জন্য আমি সবাইকে বলছি, যে ধর্মগ্রন্থ আপনার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সেই গ্রন্থে ফিরে যান। যেই ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে পবিত্র, সেটা ভাল করে পড়েন। কোরআনে বলা হচ্ছে, (সূরা আল ইমরান ঃ পারা-৩, আয়াত নং ৬৪-তে)

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا .

"তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি উহাকে (সত্য দ্বীনকে) সকল জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করতে পারেন।"

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম সিলে রাজা। আমি একজন অমুসলিম। আমার ভাই সাইফুল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন যে, স্টেজের ওপরে বসে আছে, সে মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর এজন্য বাবা-মায়ের সাথে ওর বেশ সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার প্রশ্ন না, আসলে আমি এখানে অন্য ধর্মের মানুষ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি একটা কথা বলতে চাই যে, অমুসলিমরাও যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার ভেতরে এবং আলোচনার বাইরেও। এটা

একটা সুযোগ। আর সুযোগ সব সময় আসে না। আপনি এটার সদ্ব্যবহার করেন। আমি যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী আছি। আপনি যদি অমুসলিমও হন, আমি সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। আলোচনার ভেতরে এবং বাইরে যে কোন ধর্মের ব্যাপারে। এটা আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ ভাই, প্রশ্নটা বলেন।

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে এখন যা পরিস্থিতি আর ১১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা বিস্ফোরণ হল সে পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আসলে আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। আশেপাশের সবাই এখন ওসামা বিন লাদেন আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। সবাই বলছে, ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন। আমার ভাইয়ের মতামত হল যে, ইসলাম এক জিনিস, আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস। আমি আসলে একটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে স্রষ্টা বিশ্বাসী একজন লোক হিসেবে, আপনার কি মনে হয়, মুসলমানরা সবাই বলতে পারবে যে, ইসলাম এক জিনিস আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল, আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে। আমার বন্ধু শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার প্রশ্ন হল, স্রষ্টা কেন মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। কোরআনের কোন আয়াতে বা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর হাদীসে কি এ ব্যাপারে কিছু বলা আছে যে, কি কারণে স্রষ্টা মানুষকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রশ্ন এটাই। আর আমার ধারণা, এর পরে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার এবং ড. ফাতিমা মুসিফার আর ড. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এ প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্ন মূলত দু'টি। প্রথম প্রশ্নটা ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, কেন মহান স্রষ্টা মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। প্রথম প্রশ্নটা হল, ওসামা বিন লাদেন কেন ইসলামের নেতৃত্ব দেবে? ইসলাম এক কথা বলে আর লাদেন আরেক কথা বলে, আর আমি ওসামা বিন লাদেনকে কিভাবে দেখি? ভাই, আমি ওসামা বিন লাদেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন পরিচয় নেই। তার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি।

এ প্রশ্নটা কয়েক মাস আগে আমাকে অস্ট্রেলিয়াতেও করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি কি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে

করেন?" আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনকে চিনি না। তবে আমরা প্রত্যেক দিন যে খবরগুলো বিবিসি, সিএনএন ইত্যাদিতে দেখছি, আর যদি খবরগুলো সত্য বলে মেনে নেই, তাহলে তাকে সন্ত্রাসী না মেনে উপায় নেই। কিন্তু পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

"যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি এমন কোন সংবাদ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়– যাতে তোমরা অজ্ঞভাবে কোন জাতির ওপর ঝাপিয়ে পড়বে অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কখনো তার সাথে দেখাও হয় নি। খবরগুলোর সত্যতা যাচাই না করে বলতে পারছি না, সে আসলেই সন্ত্রাসী কি-না। তবে একটা কথা বলতে পারি, তাঁকে সিএনএন-এ সবসময় বলা হচ্ছে, এক নম্বর সন্দেহভাজন, প্রমাণ নেই। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেও বুঝবে, যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলো কোন প্রমাণই না। অপরাধের প্রমাণ কোথায়? আমি ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বলছি না। উনি আমার বন্ধু না। আমি তাকে চিনি না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভালো। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করাটা কি যৌক্তিক? পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! কোন জাতি যেন অপর জাতিকে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে যাকে উপহাস করা হয়েছে সে তাদের চেয়ে উত্তম। আর কোন মহিলাও যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, কারণ হতে পারে উপহাসকৃতা উপহাসকারিনীর চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের নিজেদের বড় মনে করো না এবং অপরের উপাধি নিয়ে উপহাস করো না। ঈমান গ্রহণের পর পাপাচারমূলক নামে ডাকা কতই না মন্দ কাজ। আর যারা এসব থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তারাই অত্যাচারী।"

পার্থে যিনি আমেরিকার ভাইস কনসাল জেনারেল, এ একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে করি কি-না? আর আসল সন্ত্রাসী কে? আমার উত্তরটা পরের দিন খবরের কাগজের হেডিং-এ এসেছিল। আমি চিন্তা করছি সে একই উত্তরটা দেব কি-না। সেই ভাইস কনসাল জেনারেলকে আমি বলেছিলাম, বিবিসি আর সিএনএন-এর রিপোর্ট থেকে যতদূর জানি, তাতে কোনোভাবেই তাকে সন্ত্রাসী বলা যায় না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভাল। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। তা না হলে আল কায়েদার একজন সন্ত্রাসী পাওয়া গেছে বলে হয়তো কালই আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাবেন। তাই আমি তার পক্ষেও বলছি না, বিপক্ষেও কিছু বলছি না। যেহেতু আমি জানি না সেহেতু প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে আক্রমণ করা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশকে আক্রমণ করল।

১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই কয়েকশ মত রয়েছে। যদি আপনি ইন্টারনেট দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে আমেরিকান সাংবাদিক, ঐতিহাসিকরাই বলছে যে, ওসামা বিন লাদেন এটি করে নি। একটু চিন্তা করেন, একজন মানুষ কোত্থেকে এত প্রযুক্তি পাবে? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, এফবিআই এর বাজেট কোটি কোটি ডলার। আমি একথা বলছিনা যে, তারা যা বলছে তা ভুল, অথবা তারা যা বলছে তা ঠিক। আমি শুধু একটি তথ্য আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দেশ এবং ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে দেখেছি যে, কিছু লোক বলছে জর্জ বুশ নিজেই এটি করেছে। এখন আপনি যদি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বলেন যে, বুশই আসল অপরাধী, ওকে আমার কাছে তুলে দাও, না হলে আমি আমেরিকায় বোমা মারব। তাহলে আপনাকে পাগল বলা হবে। আমরা সিএনএন আর বিবিসি থেকে যতটুকু জানি, তা হলো এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আপনারা জানেন, কিছু রাজনীতিবিদ তাদের সুবিধার জন্য ঘটনার মোড় ঘোড়ায়। আমেরিকানরাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলছে যুদ্ধটা হয়েছে

তেলের জন্য, এটার জন্য, ওটার জন্য, আরো কত কি। আমি বলছিনা যে, তাদের কথা ঠিক বা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, এ কাজটি ওসামা বিন লাদেন করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র একজন লোকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়। খবরের হেড লাইন ছিল যে, আমি বলেছিলাম পৃথবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু ভাইস কনসাল জেনারেলের পার্থের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। প্রশ্নকর্তাকে বলছি, ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী বলা যায় না। ইসলামে বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর সেটা যদি তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আরো বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ তথ্য পায় তাহলে সেটা কাউকে বলার আগে তা সত্য কিনা যাচাই করতে হবে। শুধুমাত্র মিথ্যা খবরের কারণেই ভুল বুঝাবুঝি আর যুদ্ধ হচ্ছে। আর বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হল সাদ্দাম হোসেন। আসলে তাদের ইস্যু তৈরি করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। তাদের সুবিধার জন্য সব কিছু মিথ্যা দিয়ে সাজাচ্ছে। আপনি যদি লাদেনকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। অনুমান দিয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাহলে বলা যায়, এখন থেকে আমেরিকার পুলিশের ড্রেস ঐ পাসপোর্টের মালমসলা দিয়ে বানানো হোক। তাহলে তাদের কিছু হবে না। চিন্তা করুন, এত বড় বিস্ফোরণ হল, যেখানে তাপমাত্রা ছিল হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হল অথচ সেই জায়গায় তারা একটা পাসপোর্ট খুঁজে পেল। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা যারা মুসলমান, যদি কোন মুসলিম বা অমুসলিমকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করি, তাহলে তাকে অপরাধী বলার আগে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আমরা প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করি, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি। কেন? কি কারণে আল্লাহ কিছু মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। ভাই, এর কারণটা পবিত্র কোরআনে সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

"তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী।"

এখন এ প্রশ্নে আসি যে, কেন কিছু মানুষ পঙ্গু হয়, কেউ গরীব আবার কেউ জন্মগত অসুখ (ত্রুটি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ প্রশ্নটি হিন্দু দার্শনিকদেরও সমস্যায় ফেলে। আর এ কারণে হিন্দু দার্শনিকরা একটি দর্শনের কথা বলেছে। তারা বলেন, এটি হল "সংস্কার" জন্ম বা পুনর্জন্মের চক্র। আমি বেদসহ সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা। 'পুনঃ' মানে পরবর্তী 'জন্ম' অর্থাৎ পরবর্তী জীবন। এমনকি কোরআনেও মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলা হচ্ছে। তবে সেটা বেদের মত না। জন্ম, তারপর মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু এমন কোন চক্র আসলে নেই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম দর্শনের একটি প্রধান ভিত্তি হল 'কর্ম' যা ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম নির্ভর করে ধর্মের ওপর। এর একটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আছে।

আর এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু দার্শনিকরা মনে করেন যে, সম্ভবত আগের জীবনে এ লোকগুলো কোন অন্যায় করেছিল। তাই এ জন্মে তারা পঙ্গু হয়েছে। যদিও এ কথা বেদের কোন অনুচ্ছেদে নেই। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বেদে এ সম্পর্কে আপনি কিছুই পাবেন না। সেখানে আপনি পাবেন শুধু পুনর্জন্ম, যার অর্থ পরবর্তী জীবন। খ্রীস্টানরা এটি বিশ্বাস করে। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু কেন কিছু মানুষ কঠিন অসুখ নিয়ে জন্মায়, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। হিন্দু দার্শনিকরা যুক্তি দেখায় যে, মানুষ মারা যায়, তারপর রূপ পরিবর্তন করে। যদি আপনি আগের জন্মে খারাপ কাজ করেন, তাহলে এ জন্মে আপনি পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন। আর যদি কোন মানুষ ভাল করে থাকে, পরের জন্মে সে উঁচু জাতে জন্মায়। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী হল মানুষ। এ জন্মে আপনি খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরের প্রাণী হয়ে জন্মাবেন। হতে পারে বিড়াল, কুকুর অথবা অন্য কোন প্রাণী। আমি একটি প্রশ্ন করি, পৃথিবীতে এখন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। আর এখনকার দিনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। যদি ধরে নেই, খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরে জন্ম হয়, তাহলে তো পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে যেত।

তারপরও কথা থাকে, কেন কিছু লোক পঙ্গু হয়ে জন্মায়, কেউ গরীব আবার কারো জন্মগত ত্রুটি থাকে। এর উত্তর দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা মূলকের

২নং আয়াতে–

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ ـ

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।"

পৃথিবীতে আপনার জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আপনাকে দেয়া পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আপনার বিচার হবে। আর মহান স্রষ্টা এক এক জনকে এক একভাবে বিচার করেন। বাস্তবে প্রত্যেক বছর প্রশ্নপত্র বদল হয়। যদি প্রশ্ন না বদলায় তাহলে পরীক্ষাটা কোথায়? প্রশ্ন প্রতি বছর বদলাবেই।

একইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কিছু মানুষকে তিনি সম্পদ দেন। আর যদি কাউকে তিনি সম্পদ দেন, ইসলামিক শরীয়া বলে, আপনার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করে দিতে হবে। যেটাকে বলা হয় যাকাত। গরীব লোককে কোন যাকাত দিতে হবে না। সে যাকাতের ১০০% পাবে। আর ধনী লোকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন–

"ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।"

আর মহানবী মোহাম্মদ ﷺ বলেছেন– "ধনী লোকের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন।"

যদি ভাল করে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, মহান স্রষ্টা আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়েই আপনার বিচার হবে। যদি তিনি আপনাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, আপনাকে যাকাত দিতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে তবে যাকাত দিতে হবে না। কেন কিছু মানুষকে আল্লাহ পঙ্গু করে বানায়? এ ছোট শিশুর অপরাধ কি? সে কি অন্যায় করেছে?

আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। ইসলাম আমাদের বলে যে, প্রত্যেকটি শিশুই মানুষ। প্রত্যেক শিশুই নিরপরাধ আর নিষ্পাপ। হতে পারে এটি বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, "তোমার সম্পত্তি, সন্তান আর স্ত্রী হল তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। হয়তো আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করছেন। হতে পারে বাবা-মা খুব ধার্মিক। এখন স্রষ্টা তাদের সন্তানকে পঙ্গু করে আরো কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। স্রষ্টা হয়তো দেখতে চাচ্ছেন, এখনো কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর? আর পরীক্ষা

যত কঠিন, পুরস্কারও ততো বড়। যেমন দরুন, যখনই আপনি এমবিবিএস পাশ করবেন, আপনার নামের আগে ডাক্তার লেখা হবে। পরীক্ষাটা কঠিন; কিন্তু যখনই আপনি পাশ করবেন, আপনি একজন ডাক্তার। সম্মান অনেক বেশি। পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। আর আল্লাহ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মেছে, তার মানে এ না যে, সে আগের জন্মে কোন অন্যায় করেছে। সে নিষ্পাপ। তার এ পঙ্গুত্ব হয়তো তার বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। হতে পারে এটা তার নিজের জন্যই পরীক্ষা।

আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে এখনো স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে কি-না। আর এজন্য আল্লাহ কিছু মানুষকে গরীব ঘরে পাঠান আবার কিছু মানুষকে করেন ধনী। কিছু মানুষ ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। আর কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মায়। আর আল্লাহ বিচার করেন পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। চিন্তা করেন, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু লোক যদি পঙ্গু থাকে তারা ৫০ মিঃ আগে থেকে দৌড় শুরু করে। কারণ, হয়তো তার পায়ে সমস্যা আছে, আর এ কারণে সে শুরু করে ৫০ মিঃ আগে থেকে। যদি আল্লাহ কোন মানুষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেয়, তাহলে তিনি সেভাবেই বিচার করবেন। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়, তাহলে শিক্ষক সহজভাবে খাতা দেখেন। আর যদি প্রশ্ন সহজ হয়, তাহলে শিক্ষক কঠিনভাবে খাতা দেখেন। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ভাষায় ও আলাদা আলাদা পরিবেশে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যে পরিবেশ দিয়েছেন, যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেভাবেই তার বিচার করবেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন (তিন) ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যে বইগুলো লেখা হয়েছে, তা নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই বিশ্বাস করে যে, আমাদের ধর্ম ভুল, আমাদের কোরআন ভুল, আমাদের নবীরা ভুল। আর এটি যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে অনেক খ্রীস্টান আছে যারা বাইবেল বিশ্বাস করে। বাইবেল যে নবীদের কথা বলছে, কোরআনও তাদের কথা বলছে। যীশুখ্রীস্ট, মূসা (আ) আমাদেরও নবী। তাহলে সন্ত্রাসী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয় কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা ভাল। যখন কোরআন আর বাইবেলে এত মিল, তখন মুসলমানদের এত অপদস্থ করা হয় কেন? আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এ 'মৌলবাদী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল খ্রীস্টানকে বুঝাতে। প্রায় একশ বছর আগে, চার্চের বিরোধিতা করে একদল খ্রীস্টানকে বুঝাতে

এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম খ্রীস্টানদের বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখন দাবার ছক পাল্টে গেছে। তারা টেবিলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তারা এখন মুসলমানদের মৌলবাদী বলে। ব্যাপারটা এরকম কেন? আমাদের সাদৃশ্যের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। বোন আমি সেখানে ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যের কথা বলেছি। সাদৃশ্য আছে কোরআন ও বাইবেলেও। তাহলে আসুন, আমরা সবাই অন্ততঃ পক্ষে সাদৃশ্যগুলো মেনে চলি। পার্থক্যগুলো পরে আলোচনা করা যাবে। তাহলে ওরা কেন এমনটা করছে? কারণটা সহজ। আমি আগেও বলেছি যে, পৃথিবীতে এখন ইসলামের অনুসারী বাড়ছে সর্বোচ্চ গতিতে। ঐ লোকগুলো হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, ইসলামের যেভাবে বিস্তৃতি ঘটছে, তাতে করে ওরা এখন যা করছে সে কাজগুলো তাদেরকে বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন (মহিলা) ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম ওয়াসেপ জাগরা। আমি একজন আইনের ছাত্রী। প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সন্ত্রাস ও ইসলামের ওপর এ তথ্যবহুল বক্তৃতা দেয়ার জন্যে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সম্পর্কে যেগুলো আসলে ইসলামিক আর তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করে সেগুলো সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আপনিই বলেছেন যে, ইসলাম নির্দেশ দেয় যে নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের ক্ষতি করা বা হত্যা করা যাবে না। কিন্তু অনেক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে যেখানে নারী ও শিশুরা মারা গেছে। আপনি এদের সম্পর্কে কি বলবেন? আপনাকে ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ার কারণ কি? ইসলাম যখন বলে নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না; তখন অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণে নারী ও শিশু হত্যার কারণটা কি? এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। কোন কট্টর সন্ত্রাসীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। তবে আমি কারণটা যুক্তি দিয়ে বলতে পারি। প্রথমত কিছু মানুষ হয়তো আসলেই নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। তারা হয়তো কোরআনের নির্দেশ মানছে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এদের মধ্যে মানব ইতিহাসে এক নম্বর সন্ত্রাসী হল হিটলার। সে ষাট লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিল। এজন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করতে পারি? হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল বলে খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করা যাবে না। আপনি যদি পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর হত্যাকাণ্ডগুলো দেখেন, তাহলে আমার মনে হয় না সব

মিলিয়ে ষাট লক্ষ হবে। একজন মানুষ একাই ষাট লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। আবার দেখেন, মুসোলিনী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তার অর্থ-এ নয় যে, আমি খ্রীস্টান ধর্মকে দায়ী করব। যারা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে তারা নিজেদের মুসলমান বলতে পারে আর এটা ভুলও হতে পারে।

দুই নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে যে, ঐ লোকগুলোকে অপদস্থ করা হয়েছে। লোকগুলো হয়রানির শিকার হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন এখন কোনো ইন্ডিয়ান দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে? কিন্তু একশো বছর আগে অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন ভাই জাকির, কেন একশো বছর আগে অনেক ইন্ডিয়ান তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত? কারণটা সহজ। তখন ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া শাসন করত-এ কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত।

আজকে ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না। সেজন্যে হতে পারে এ মুসলমানরা যারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। হতে পারে তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। যেমন প্যালেস্টাইন। আপনি যদি ইতিহাস ঘাটেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসে নি, তখন তাদের যা ছিল তা নিয়েই মোকাবেলা করেছে। যেমন দরুন, বাইবেলের সেই ঘটনাটা যেটা ডেভিড আর গোলাইয়াথ (দাউদ আর জালুত) মধ্যে একটা পাথর নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।

তাই দোষটা কাদের দেয়া যায়? দোষটা আসলে আমাদেরই। কারণ আমরা এ সমস্যার মূল কারণটা খুঁজছি না। যদি কোন সন্ত্রাসী সংগঠন থাকে, তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কি কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধুমাত্র এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আপনি একজনকে হত্যা করলে দশজন আসবে। তাই আমাদের পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কি? কোন কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এর মূল কারণ।

উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করল এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনিরা বলেছিল– "আহলান ওয়া সাহলান।"

তোমরা আমাদের জ্ঞাতি ভাই। আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোন অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বললেন, 'সন্ত্রাসী'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসী? শুধুমাত্র মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর এখন আমিই কি-না সন্ত্রাসী।

কাকে দোষ দেব? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সমস্যাটা কোথায়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি আপনি মূল কারণটা দেখেন তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে কেন সে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? আপনারা যদি কোন মনোবিজ্ঞানীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কেন তারা এগুলো করছে? সে ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময়ই দেখবেন যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ আছে।

আর কারণটা হচ্ছে, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসী। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। এ ব্যাপারে আমি একমত। আমি মনে করি এদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। হতে পারে তারা মুসলমান, হতে পারে তারা হিন্দু, হতে পারে তারা খ্রিস্টান। যখন মানুষ আর তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তখন তার একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তখন সে বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে একথা বলতে পারি যে, মানুষের স্বভাব হল অত্যাচারিত হলে তার শোধ নেয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙ্গুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন আমাদের এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই আমাদের মূল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং সকল মানুষ এক জাতি হিসেবে একসাথে বসবাস করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম রবি ঠাকুর। আমি একজন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই আমি ইন্ডিয়ান ভাইদের অনুরোধ করছি যে, সবসময় ১১ সেপ্টেম্বরকেই সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করবেন না। কারণ, ইন্ডিয়াতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীরে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। দুই হাজার মুসলমান ভাই মারা গেছে গুজরাটে। তাই এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে যাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। শুধু ইন্ডিয়াতেই যেমন ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করতে পারি। সেদিন কিছু লোক আখকসাধামের মন্দিরে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। এটাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি মিঃ জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রশ্নটা হল– আপনি বলেছেন যে, শুধুমাত্র একজন লোকের কারণে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায় না। এখন আমি আপনাকে একটা কাল্পনিক ঘটনা বলি। দরুন, আমি কোন আরব দেশে গেলাম। সেখানে লক্ষ– কোটি মানুষ মেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়ায় চলে আসলাম। তারপর সেই দেশটা প্রমাণ দেখালো ইন্ডিয়ার সরকারকে, যে এ লোকটা আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার সরকার বলছে তোমরা যে প্রমাণ দেখিয়েছ তা অকাট্য নয়। আর সেই প্রমাণের ব্যাপারে অন্য দেশগুলো সবাই একমত। এখন ধরুন সেই দেশটা বারবার বলার পরও আমাকে দেয়া হচ্ছে না। তখন সেই দেশটা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে?

আর একটু বলে আমি শেষ করতে চাই যে, এ দেশটার ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ছিনতাই করা বিমান তাদের দেশে এসেছে এবং তারা ছিনতাইকারীদের উৎসাহ দিয়েছে এ ব্যাপারে। তারা সন্ত্রাসীদের সেই দেশ থেকে ছিনতাই করা বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। যদি এ হয় দেশটার অবস্থা তাহলে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে সেই অভিযোগকারী দেশটি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং তুলনাটাও চমৎকার। তিনি নিজেই ১১ সেপ্টেম্বরের তুলনাটা সুন্দর দিয়েছেন। তিনি একজন ইন্ডিয়ান, আরব দেশে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়াতে ফিরে আসলেন। আর সেই আরব দেশটি ইন্ডিয়াকে এ ব্যাপারে প্রমাণ দেখালো। কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকার সেটা মেনে নিল না।

মোল্লা ওমর কিন্তু আমার বন্ধু না। তিনি আমেরিকাকে বলেছিলেন– আমাকে প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ দেখাতে পারে নি। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি

ব্লেয়ারকে। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে মোশাররফকে। মোশাররফ বলেছেন যে, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর আপনি আফগানিস্তান সরকারকে বলছেন যে, অপরাধীকে দিয়ে দাও। আফগানিস্তান সরকার বলছে, কিছু একটা প্রমাণ দেখান। তারা প্রমাণ দেখাতে পারে নি আফগানিস্তান সরকারকে। তারা প্রমাণ দেখায় টনি ব্লেয়ারকে। এটা অযৌক্তিক। তাহলে কি তাদের প্রমাণে সন্দেহ ছিল? এমনকি এখনও ওসামা বিন লাদেন হলো প্রধান সন্দেহভাজন। এটা শুধুই অনুমান। প্রমাণ হতে হবে অকাট্য। আর যদি তারা অকাট্য প্রমাণ দিত যে, ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে, তাহলে অবশ্যই আফগানিস্তান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে দিয়ে দিত। আপনি কোন আরব দেশের যদি ক্ষতি করেন আর সেই আরব দেশ যদি প্রমাণ দেখায় এবং ইন্ডিয়ান সরকার এতে আপত্তি জানায়, তখন আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মামলাটা কোথায়? আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা আছে। যদি দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় নীতি থাকে, তাহলে অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ইন্ডিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা আছে।

যদি কোন অপরাধী কোনো অপরাধ করে ইংল্যান্ডে যায়, তারা ঐ অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হলো নাদিম। আপনারা সেই সঙ্গীত পরিচালক নাদিমকে হয়তো চেনেন। ইন্ডিয়ার সরকার বলল যে, গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সে যুক্ত ছিল। তাই যখন ইন্ডিয়ার সরকার প্রমাণ দিল ইংল্যান্ডের সরকারের কাছে, ইংল্যান্ডের আদালতে। তখন ইংল্যান্ডের আদালত বলল যে, আপনাদের প্রমাণ একেবারে অর্থহীন। তারা ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আর ইন্ডিয়ার সরকার নাদিমের উকিলের খরচ দিতে বাধ্য হল। ইন্ডিয়ার সরকার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তারা একমত হয় নি। তারা বলেছে, আপনাদের প্রমাণ অকাট্য নয়। এ ঘটনার পর ইন্ডিয়া কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? কেন ইন্ডিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নি? ইন্ডিয়া সরকার তো নিজেদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে আমেরিকা আফগানিস্তানকে কোন প্রমাণ দেয় নি। তাই যদি এখনও আপনি সৌদি আরব বা কোন আরব দেশে যান এবং সেখানে ক্ষয়-ক্ষতি করেন এবং সৌদি সরকার এ ব্যাপারে প্রমাণও দেয় যে আপনি আসলেই একজন অপরাধী এবং এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া সরকার একমত না হয়, তাহলে সৌদি সরকার কোটি কোটি

ইন্ডিয়ানদের বোমা মেরে মেরে ফেলতে পারে না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না। হতে পারেন আপনিই অপরাধী হতে পারেন আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন। তাদের যদি শক্তি বা ক্ষমতা থাকে তারা এসে আপনাকে ধরতে পারে। তারা লোকদের বোমা মারতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না। একই ঘটনা দেখেন কাশ্মীরে, গুজরাটে, আখকসাধমে। আমি বলবো আগে যাই ঘটে থাকুক না কেন ঐ দুই সন্ত্রাসী ভেতরে ঢুকেছিল? ইসলাম ধর্মে আপনি মন্দির ধ্বংস করতে পারেন না। আপনি ধর্মীয় লোকদের হত্যা করতে পারেন না।

কেউ যদি কোন উপাসনালয়ে বা গীর্জায় গিয়ে নিরীহ লোকদের হত্যা করে সেটা কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধ করা হবে। তাই আমরা এর নিন্দা জানাব। যে দুজন লোক এ ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের কাছে একটি চিঠি ছিল। সেখানে লেখা ছিল তারা তাহরীফ কিসাস থেকে এসেছে। 'কিসাস' আরবী শব্দ। যার অর্থ হতে পারে প্রতিশোধ। আর সেখানে বলা হয়েছে যে, হতে পারে তাদের পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তাদের পরিবারকে হত্যা করাও হয়, তবুও তাদের ঐ ৪৪ জনকে হত্যা করার অধিকার নেই। কারণটা হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু কাজটা ছিল ভুল। যদি তারা জানত যে, কে তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে? আর তারা সেই লোকদের কাছে যেয়ে প্রতিশোধ নিত তাহলে ঠিক ছিল। কিন্তু তাই বলে চুয়াল্লিশ জন নিরীহ লোককে হত্যা করতে পারে না। যদিও আসল অপরাধী কে এ বিষয়ে জানা যায় না। আমি আগেও বলেছিলাম, পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

"এ জন্যই আমি বনী ঈসরাইলদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি নিজ ব্যতীত অন্য কোন লোককে হত্যা করল অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালায় সে যেন সমগ্র মানব জাতিতে হত্যা করল।"

শুধুমাত্র যদি আপনি জেনে থাকেন কেউ কোন অন্যায় করেছে বা কাউকে হত্যা করেছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তা না হলে আপনি কাউকে হত্যা করতে পারবেন না। ইসলাম এ বিষয়ে নিন্দা করে। ইসলামে বলা

হয়েছে, এটা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম, একজন মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নটা করতে চাই। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি খুব দ্বিধা-দ্বন্ধে আছি যে, কোন পক্ষে যাব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। যাবতীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের কাজকর্ম দিয়েই কোন ধর্মকে বিচার করা যায় এটা আজ প্রমাণিত। এ যুক্তিটা ধরে নিয়ে কিভাবে আমি মনস্থির করব বা কিভাবে আমার বিশ্বাসকে ঠিক রাখব? আমার সাথীদের সাথে বেশ কিছু ব্যাপারে মতের অমিল হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনি সাদ্দাম হোসেনকে বা পারস্যের মুজাহিদদের অনুভূতিকে অথবা প্যালেস্টাইনী আত্মঘাতী যোদ্ধার মৃত্যুকে সমর্থন করেন কি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনা নিয়ে। তিনি জানেন না কোনটা তার জন্য ঠিক। কার সাথে তিনি একমত হবেন এবং কার সাথে হবেন না। তার এখন কি করা উচিত? তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি প্যালেস্টাইনের মুজাহিদদের বা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করি কি-না ইত্যাদি। বোন, আমি আগেও বলেছি যে, এগুলো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি। সবকিছুর একটা লুকানো কারণ থাকে। এ ব্যাপারটা ভুল না ঠিক তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি যার কারণে আমার মনে হয় এটার কারণ হাতে গোনা কিছু লোক। আর রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কারণেই কাউকে বানানো হচ্ছে কোরবানীর গরু। আর এটাই কারণ যে, তারা দেখতে চায় যে কাজ হচ্ছে।

কেউ মুসলমান হিসেবে যদি আমাকে প্রশ্ন করে তাহলে আমি শুধু তাদেরকে সত্যটা অনুসরণ করতে বলব। যদি কেউ তাদের ক্ষতি করে থাকে, যদি কেউ তাদের হত্যা করে থাকে, অত্যাচার করে এক্ষেত্রে যদি তারা মোকাবেলা করে তাহলে ঠিক আছে। তা না হলে তারা পারবে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন বা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আমি বলব, আমি পুরো ঘটনা জানি না। তাই আমি ফতোয়া দিতে পারি না। আমি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ আমি তাদের সাক্ষাৎকার নেই নি। আমি মতামত দিতে চাইলে আগে তাদের সাক্ষাতকার নিতে হবে। তাই আমি বলি আল্লাহই ভাল

জানেন। আল্লাহ আমাকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী কি-না। আমি বলব সে যদি ভুল কিছু করে থাকে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি লজ্ঘন করে তাহলে সে ভুল করেছে। আর যদি সে নিয়মনীতি না লজ্ঘন করে তাহলে ঠিক আছে। এটার ওপর ভিত্তি করে আমি পরীক্ষায় পাশ করব না।

আমাকে ধর্মগ্রন্থ কোরআন পড়তে হবে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিংবা আফগানিস্তানে গিয়ে সাক্ষাতকার নেয় ইত্যাদি। এগুলো আমরা খবরের কাগজেও দেখি। আপনাকে আমাকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সাদ্দাম হোসেন একজন সন্ত্রাসী ছিল কি-না? আমরা বলতে পারি এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা তাদের সমর্থনও করি না। তাদের নিন্দাও করি না। যদি একজন লোকের বিরুদ্ধে বা কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থাকে যে, সে যেটা করেছে তা কোরআনের বিপক্ষে। তাহলে আমরা তাকে নিন্দা করব। কিন্তু যদি কোন প্রমাণ না থাকে বা আংশিক প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কোরআন এটাই বলে। আর এ ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হবে না, বোন। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে সেটাই হবে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি।

বিশ্বাস আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোরআন পড়া। আপনি কোরআনে কোন খুঁত বা পরস্পর বিরোধী কিছু পাবেন না। যদি কেউ আরবী ভাষা বুঝতে না পারে, তাহলে তাকে কোরআনের অনুবাদ পড়তে হবে। তাই বোন, আপনি যদি কোরআনের নির্দেশগুলো পড়েন যে কিভাবে জীবন ধারণ করতে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার বিশ্বাস মজবুত হবে। আর বিশ্বাস করেন, কুরআনের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে আপনি মোটেও লজ্জাবোধ করবেন না। যদি আপনার বুদ্ধি আর যুক্তি থাকে তাহলে বুঝবেন, কেন এ নীতিগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনি জানেন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সেসব জায়গায় আমি কথা বলি এ টুপি পরে আবার আমার দাঁড়িও আছে। আমি অনেক পশ্চিমা দেশে গিয়েছি কখনো কোন সমস্যায় পড়ি নি। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোন সমস্যা হয় নি। সত্যি বলতে মনে ভয় পাব কেন? আর যদি আপনার যুক্তি-বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি গর্ববোধ করবেন। এমনকি আমার মতো আপনি নিজেকেও বলবেন, মৌলবাদী।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আব্দুল্লাহ। স্যার আমি ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি বলেছেন যে, সেখানে সন্দেহজনক কিছু ছিল বলে তারা প্রমাণটা দেয় নি। আমি প্রমাণটা পেয়েছি ইন্টারনেটে। একটা সাইট ছিল আই.এন.আই.এস. ডটকম বা আই.এন.আই.এন ডট নেট। এটা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সেখানে দুইটা ছবি পাশাপাশি দেখেছিলাম। একটাতে এক অভিনেতার ছবি যে একটা ফিল্মে ওসামা বিন লাদেন সেজেছিল সবাই দেখেছে সেটা। আর অন্যটা ওসামা বিন লাদেন। আর শিরোনাম ছিল একজন, একজন বোকাও দু'চোখ দিয়ে সহজেই চিনে বলতে পারবে যে, এ দু'জন লোক এক নয়। এটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমেরিকা দিয়েছিল। আরেকটা ব্যাপার হল যে, আমি চাকরি করি এইচ.এল-এ। আমাদেরকে একটা হ্যান্ডবুক দেয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব আর কর্তব্য লেখা আছে (কি করব আর কি করব না)। হ্যান্ডবুকটার প্রথম পৃষ্ঠার ওপর ভগবত গীতার শ্লোকের একটা অংশ লেখা আছে। আমি পুরো শ্লোকটা বলছি যে, "ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য, গ্লানি ভুবতি ভারতা, আব্যুস্থানা নামা ধর্মস্য, যব আত্মানাম সদাবিহম, পরিত্রনায় সাধুনাম, বিনাশায় চতুষ্কতা, ধর্ম সংস্থাপনার সম্বাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।"

তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে, "পরিত্রনায় সাধুনাম বিনাশয় চতুষ্কতা।" আমি আপনি সত্য অথবা ভালকে রক্ষা করতে চান, তাহলে খারাপকে দূর করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই। তারপর আমি শেষের দিকের শ্লোকটা বলছি সেটা হল– "ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।" এর অর্থ হল– ঈশ্বর বলছেন যে, আমি সব যুগেই পৃথিবীতে আসি। এটা হল আমাদের হিন্দু ভাইদের বিশ্বাস। আমি মি. জাকির ভাইকে এটার ব্যাখ্যা করতে বলব। আমাদের এ যে বিশ্বাসগুলো আছে এগুলো ঠিক না ভুল? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আবার অনুরোধ করছি দর্শকদের এবং ভলান্টিয়ারদের যাতে অমুসলিমদের থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। যাতে তাদের ভুল ধারণাগুলো ভাঙ্গাতে পারি। আর তারপর মুসলমানদের কাছে আসব। তারা অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকছেন। আমি চাইব অমুসলিমরা বেশি করে প্রশ্ন করুন। আপনারা প্রত্যেকদিন ইসলামের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ পান না। ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন তার আগে একটা মন্তব্য করেছেন। তিনি ইন্টারনেটে দেখেছেন যে ওসামা বিন লাদেন আসলে নকল। আবার এ প্রমাণটাতেও সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে।

তাই আমি একপক্ষ নিয়ে বলছি না যে, আপনি যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটা সঠিক। এ প্রমাণটাও আমেরিকার কোন শত্রুর বানানো হতে পারে। তাই আমি এ প্রমাণটাও বিশ্বাস করি না। তাই আপনাকে হতে হবে নিরপেক্ষ। আমি পক্ষপাত করে বলতে পারি না যে, হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলেছেন। যেমন ঘটেছিল তেহেলকাতে যা আপনি হয়তো জানেন। তেহেলকার সেই অডিও ক্যাসেট আর ভিডিও ক্যাসেটের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এ সব কিছু তো মনোযোগ আকর্ষণের ফন্দি।

আমি একজন মিডিয়ার লোক তাই আমি জানি আমরা যদি চাই খুব সহজে সত্য বদলাতে পারি। মিডিয়াতে কোন কিছু বদলে দেয়া খুবই সহজ। আপনি যে কথা মোটেও বলেন নি আমি সেটাই দেখাতে পারি। এটা খুবই সোজা। মিডিয়ার কথা বাদ দেই। আবারও বলছি, আমি জানিনা এটা ভুল না ঠিক। যেহেতু কোথাও কোন প্রমাণ নেই। আপনার প্রশ্নটাতে আসি। ভাই যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ভগ্বদতগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, "যখনই অধর্ম হয়, যখনই অসত্য আসে, মিথ্যা আসে, যখনই পৃথিবীতে অরাজকতা আসে, তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তিনি আসেন এবং মানুষের রূপ অবতার গ্রহণ করেন। আর তিনি পৃথিবীর অরাজকতা, বিপদ, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে আসেন।"

প্রশ্ন ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম রাজকুমার। আমি এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমার প্রশ্নটা হল ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কেন সবসময় ইন্ডিয়ান সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? কেন ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মুসলমানরা সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে, ভাই আমি কমন সিভিল কোর্টের পক্ষে। কিন্তু সেই সিভিল কোর্টকে হতে হবে সবচেয়ে সেরা যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় (যেখানে হাতে হাতে বিচার পাওয়া যায়)। আমি এটার পক্ষে। এমনকি ইন্ডিয়ার সমস্ত মুসলমান এর বিরোধিতা করলেও আমি ডা. জাকির নায়েক এটার পক্ষে তর্ক করতে রাজি আছি। আমি যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজি আছি যে, কোন নিয়মটা সেরা? যে আইনটা সবচেয়ে বাস্তব সম্মত সেটাই প্রয়োগ করেন। আমি এখানে বলব যে ইন্ডিয়াতে কমন সিভিল কোর্ট থাকুক এমনকি কমন ক্রিমিনাল কোর্টও। কিন্তু আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে, কোন আইনটা সেরা। যেমন, একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? আমি উত্তর দিয়েছিলাম। মানুষ সেটার প্রশংসাও

করেছিল। আপনি এ উত্তরের সাথে একমত হলে আপনাকে কমন সিভিল কোর্টে লিখতে হবে যে, একজন পুরুষ একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। আমরা জানি পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। এর জন্য কোন সমাধান নেই। কোন ধর্মই এর সমাধান দেয় নি। যদিও কোন ধর্মই বলে না যে মাত্র একটাই বিয়ে করেন। শুধু ইসলাম ছাড়া।

আর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম হিজাবের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নিয়ে। আমি উপমা দিয়েছিলাম যে, যে শাস্তিটা সর্বোচ্চ তার ফলাফলও সবচেয়ে ভাল। যেমন, ইসলাম বলে মহিলাদের হিজাব পরা উচিত। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দেখলে তার দৃষ্টি নীচু করবে। আর তারপরেও যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করে, সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, যেটা হল মৃত্যুদণ্ড। আর আমি আমেরিকার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলাম যে, এফবিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে প্রত্যেক দিনে ১৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে গত দুই ঘণ্টা ধরে আছি। এ সময়ের মধ্যে ২০০ এরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমি বলছি যে, যদি আপনারা ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করেন যে, যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার দিকে তাকাবে, সে তার দৃষ্টি নীচু করবে। প্রত্যেক মহিলা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমি একটা প্রশ্ন করছি যে তাতে কি ধর্ষণের হার বাড়বে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? অবশ্যই কমে যাবে। এটাই হল বাস্তব আইন।

আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যে, বিবিসিতে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বলা হচ্ছিল– নাইজেরিয়া সম্পর্কে যারা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেছিল। আর তখনি ধর্ষণের ঘটনা সেখানে কমে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভাল তার প্রশংসা করা উচিত। আমি এলকে আদভানিকে অভিনন্দন জানাই। আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে ১৯৯৯ সালে অক্টোবর মাসে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডই হবে একজন ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি

ইসলামের কাছাকাছি এসেছেন। হয়তো এর পরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন, যে সব মহিলাদের হিজাব পরা উচিত।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইয়াশার ফাহামী। আমি এসেছি ইরান থেকে। আপনি নিশ্চয়ই সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস পড়েছেন। একজন মুসলমান হিসেবে কেউই বইটা পছন্দ করবে না। আপনি কি মনে করেন, ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারী করেন সেটা সঠিক ছিল?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন, সালমান রুশদী সম্পর্কে ইমাম খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা সঠিক ছিল কি-না? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এক বছর পর কেন ইমাম খোমেনি ফতোয়া জারী করলেন? যে দেশ সবার আগে সালমান রুশদীর "স্যাটানিক ভার্সেস" নিষিদ্ধ করেছিল সেটা হল ইন্ডিয়া। আমি রাজিব গান্ধীকে এ কাজটা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেন ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করলেন এক বছর পরে? কারণ, তাকে নিয়ে কোন খবর তৈরি হচ্ছিল না। এসবই রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের খেলা। আপনি যদি ফতোয়া দিতে চান, আপনি সেটা দেবেন। বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমালোচিত হয়েছে। অনেক দেশ এটা নিষিদ্ধ করেছে। আর তিনি ফতোয়া দিলেন সেটা পরের কথা। এসবই রাজনীতির খেলা কিন্তু রাজিব গান্ধী যা করেছিলেন হয়তো তিনি এটা জানতেন না। আমি আগেও স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে কথা বলেছি। যদিও বইটা ইন্ডিয়াতে নিষিদ্ধ, আমি বইটা পড়েছি।

আপনারা জানেন সালমান রুশদী বলেছে যে, সে আগে মুসলমান ছিল। সে কাউকেই বাদ দেয়নি। তার বইতে সে রাণী এলিজাবেথকে ছোট করেছে (গালাগালি দিয়েছে)। আর সেই একই ব্রিটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের জন্য এক আমেরিকান লেখকের বই নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি (চার অক্ষরের একটি শব্দের জন্য) ফাদার, আংকল, কাজিন, কিং সবগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কূটনীতিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। আর এ সালমান রুশদী শব্দটাকে আরো ভয়াবহ করল। সে তার সাথে আইএনজি যোগ করল। তারপরও বইটা খুব জনপ্রিয় হল। তাহলে একজন আমেরিকান লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হল মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেয়ার জন্য। অন্য আরেকজন লোক সেটাকে আরো ভয়াবহ করলো। অথচ সে পুরস্কার পেল। কিন্তু কেন সে পুরস্কার পেল? কারণ সে ইসলামের নিন্দা করেছে। এতে তারা খুব খুশি। আর আপনি কি

জানেন, সে বাদ দেয়নি রাম আর সীতাকেও। আপনারা জানেন এদেরকে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান শ্রদ্ধা করে। সে তাদেরকেও ছোট করেছে (অপমান করেছে)। আমি শব্দটা আর বলতে চাই না। সে তাদেরকেও ছোট করেছে, তাদেরকেও ছাড়ে নি। আর অনেক লোকই সেটা সমর্থন করে। পরে রাজিব গান্ধী বইটি পড়ে বুঝতে পারেন যে, এখানে কাউকেই বাদ দেয়া হয় নি। সে সবসময় নিন্দা করে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ -

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে– তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পা সমূহকে কর্তন করা হবে অথবা দেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে।"

আর এ আইন শুধু কোরআনে নয় বাইবেলেও আছে। আপনি যদি 'বুক অবলেভিটিকাস' পড়েন তাহলে সেখানে দেখবেন যে, "কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর।" এমনকি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকও তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাহলে এ আইন সব ধর্ম গ্রন্থেই আছে। বেশির ভাগ ধর্মেই ঈশ্বরের নিন্দা করা সেটা হতে পারে খ্রীস্টান ধর্ম, হতে পারে ইসলাম ধর্মে, হতে পারে ইহুদী ধর্মে— জঘন্য অপরাধ। স্রষ্টার বিরোধিতা যদি সেটা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয়, যদি অন্য দেশের সীমানার মধ্যে হয়, তাহলে আমরা ফতোয়া দিতে পারি না যে, তাকে হত্যা করা হবে। যদি সেই দেশে ইসলামী আইন থাকে, তাহলে কেউ স্রষ্টার বিরোধিতা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

কিন্তু রাজনীতিবিদরা হোক সে মুসলিম রাজনীতিবিদ অথবা কোন অমুসলিম রাজনীতিবিদ, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য আপোষ করছে। আমি দুঃখিত আমি কোন রাজনীতিবিদকে ছোট করতে চাই না, আঘাত করতে চাই না। সবাই না হলেও

আমি বলব বেশির ভাগ রাজনীতিকই এটা করছে। আর ঠিক এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম আর রাজনীতি দু'টো আলাদা জিনিস। কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা খ্যাতি অর্জন করে।

আমাদের বোঝা উচিত, খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা আমার মতে রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কৌশল। কিন্তু রাজিব গান্ধী বইটি নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছিলেন। তিনিই প্রথম বইটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হচ্ছে। আমি জানিনা এ নিষেধাজ্ঞা ওঠে গেছে কি-না। তবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে বলা আছে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইসলাম ধর্মে হত্যা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত চারটা পথ রয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মে একটাই পথ। ইসলাম ধর্মে চারটা পথ আছে। যে কোন একটা বেছে নেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমি টিয়া অনুরাগী, আইনের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার ধারণা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যায়। যদি মানুষকে সহিষ্ণুতা (সহনশীলতা) শেখানো যায়, নিধেনপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কমানো যায়। ইসলাম কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোন শিক্ষা বা উপদেশ দেয়? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে যে মানুষগুলোর ওপর ইসলাম ধর্মে এ দায়িত্বগুলো রয়েছে। [আমি আসলে শব্দগুলোর (নামগুলোর) সাথে পরিচিত না। যেমন হিন্দু ধর্মে গুরুরা আছেন] যারা ইসলাম সম্পর্কে উপদেশ/শিক্ষা দেন অন্য মুসলমানদের তারা কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সহনশীলতার মাধ্যমে সন্ত্রাস কমানো যায়। আর ইসলাম সহনশীলতার শিক্ষা দেয় কি-না। বোন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, যে কোন মানুষের জন্য জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে হলে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি হল সহনশীলতা। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-আসরের ১ থেকে ৩ আয়াতে বলা হয়েছে– "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু তারা ব্যতীত যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়।"

মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়ার নাম হল দাওয়া। সহনশীলতা হল জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আপনি যদি সহনশীল না হন তাহলে সূরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। শুধু সহনশীল হলেই

চলবে না, অন্য মানুষকে সহনশীলতার পথে আনতে হবে। তবে 'সহনশীলতা' শব্দটার অনেক রকম অর্থ করা যায়। আর বিশেষজ্ঞরাও বলবে যে, সহনশীলতার একটা সীমা আছে। সহনশীলতা বলতে আপনি কি বুঝেন? কেউ যদি আপনার সাথে অন্যায় কিছু করে আপনি প্রতিশোধ নিলেন না, খুব ভাল। কিন্তু কত দিন করবেন? তাই সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। আর ইসলাম ধর্মে জালিম সেই লোক যার কাজ হল যুলুম করা। অর্থাৎ, আপনি বলতে পারেন, যে লোক সবার ক্ষতি করে সেই যালিম। যুলুম দুই প্রকারের রয়েছে। একজন ক্ষতি করে অন্য মানুষের আর আরেকজন ক্ষতি করে নিজের। এ দু'প্রকারের লোককেই যালিম বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যেটা সহীহ মুসলিম হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ থাকে তাহলে সেটা হাত দিয়ে বন্ধ কর। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পার তাহলে তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ কর। তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা কর। আর যদি তুমি এটা কর তাহলে তুমি একেবারে নীচের স্তরের বিশ্বাসী।"

তাই আমাদের কি করতে হবে? আমাদের সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

তবে সবর এরও একটা সীমা আছে। সহনশীলতার একটা সীমা আছে। যদি আপনি দেখেন একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আপনি ঐ মহিলাকে বলতে পারবেন না সহ্য করেন, সমস্যা নেই। যদি স্রষ্টা আমাকে শক্তি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করব। যদি না পারি তাহলে বলব আরে ভাই, দয়া করে ধর্ষণ করবেন না। মুম্বাইতে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, একটা ১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে চলন্ত ট্রেনে একজন মাতাল ধর্ষণ করেছে। সেখানে পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন একটু আপত্তি তুলেছিল আর সবাই তাকে বাধা দিয়েছিল। পাঁচজন মানুষ ইচ্ছে করলে একজন মাতালকে ঠেকাতে পারত। মাতালটা একটা পাঁড় মারল আর তারা কিছুই করল না। মানবতার আজ হয়েছেটা কি? মানুষ আজ কোথায় গিয়েছে? পাঁচজন সমর্থ লোক একজন মাতালকে ঠেকাতে পারল না যে একটা

মেয়েকে ধর্ষণ করছে, একটা চলন্ত ট্রেনে। এটাকে কি আপনি সহনশীলতা বলবেন? আমি বলব, কাপুরুষতা। সেজন্য আমি বলছি, যদি এ পাঁচজন লোক সন্ত্রাসী হতো, সন্ত্রাসী মানে যারা অসামাজিকভাবে মনে ভয় জাগায়, তাহলে ঐ মাতালটা একাজ করার সাহস পেত না। তাহলে বোন আমরা মানুষকে উৎসাহ জোগাতে চেষ্টা করব যাতে মানুষ আরো সহনশীল হয়, একই সাথে তারা যেন কাপুরুষ না হয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অসামাজিক যা কিছু আছে তা যেন কমে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একসাথে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ লোকগুলো অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ হ্যালো, আমার নাম দীপক। আমি একজন চার্টার্ড একাউনট্যান্ট। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হল তালিবান সরকার বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্য একটা ফতোয়া জারী করেছিল। বলা হয়েছিল সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাই এটা আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কিনা। এটা কি আসলেই শয়তানের দেখানো সে পথ যে ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল সুরাটে যখন আমি সেখানে বক্তৃতা করছিলাম। ঘটনাটি ঘটার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। তখন এটা বেশ গরম খবর। তালেবানরা সেই সময়ে বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছিল। ভাই, আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না ইত্যাদি। এ একই প্রশ্ন আমাকে একজন অমুসলিম জিজ্ঞাসা করেছিল সুরাটে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কাজটা ঠিক না ভুল? তখন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী খবর শোনা গিয়েছিল যে, আসলেই তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে কি-না। আর তাই তখন আমি বলেছিলাম ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে কি-না আমি তা জানি না। কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা সত্য ঘটনা যে ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কাজটা ঠিক না ভুল সে বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, যদি তারা বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করে থাকে তাহলে তারা আসলে বৌদ্ধদের উপকারই করেছে।

আমি বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ের ওপরে একজন ছাত্র।

আমি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। আমি 'ধাম্মাপাট' ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি। এ ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কোথাও নেই যে, যেখানে বুদ্ধ বলেছেন আমার মূর্তি তৈরি কর। বুদ্ধ কখনোই বলেন নি যে, বৌদ্ধরা মূর্তি পূজা করবে। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন

ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, এ প্রথা চালু হয়েছে অনেক পরে। ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে তারা যেটা করেছিল তা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল। কারণ, কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই লেখা নেই যে তারা বুদ্ধের মূর্তি বানাবে।

এবার প্রশ্নটাতে আসি। বাঙ্গালোরে একজন সাংবাদিকও আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। ইসলাম মনে করে যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ। অন্য ধর্মেও বলে; আর খ্রিস্টান ধর্মেও একই কথা বলে। যদি আপনি ওল্ডটেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানে বলা হয়েছে বুক অভ ডিউটারোনোমিতে ৫নং অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ অনুচ্ছেদ। এছাড়াও বুক অভ এক্সোডাসে ২০ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৫ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে–

"আমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না, আমার উপাসনা করতে কোন প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) তৈরি করো না। আমার কোন রূপক তৈরি করো না। উপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নীচের সমুদ্র থেকে। তাদের সামনে নতজানু হয়ো না। তাদের সেবা করো না, কারণ আমি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।"

তাই খ্রীস্টান ধর্মানুসারেও ইহুদী ধর্ম মতেও মূর্তি তৈরী করে তাকে ঈশ্বর বলা একেবারে নিষিদ্ধ। একইভাবে এটা ইসলামেও নিষিদ্ধ। তো আমি যখন উত্তরে বললাম, যে তারা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল, তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই তালেবানরা কি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের কষ্ট দেয় নি? আমি বলেছিলাম– হ্যাঁ। তাহলে ইসলাম কি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয়ার অনুমতি দেয়? আমি সেই সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম যে, যদি বেশ কিছু ড্রাগস, কোকেন, ব্রাউনসুগার যার দাম ১০ কোটি টাকা এগুলো পাচার করার সময় ইন্ডিয়ার সরকার ধরে ফেলে তাহলে কি করা হবে? সেই সাংবাদিক বললেন যে, ইন্ডিয়ার সরকার ঐ ড্রাগস পুঁড়িয়ে ফেলবে।

আমি বললাম বেশ। তারপর বললাম, আপনি কি জানেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে ড্রাগই ঈশ্বর। তাহলে আপনি কি ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন যে, তারা মাদকাসক্তদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে? কারণ, ইন্ডিয়া সরকার মনে করে যে, ড্রাগস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তারা যা করছে সেটা ঠিক যদিও ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কষ্ট দিচ্ছে। আপনি সেখানে যেয়ে ইন্ডিয়ার সরকারকে বলতে পারেন না যে, আপনারা যা করছেন তা মাদকাসক্তদের কষ্ট দিচ্ছে। তাই একইভাবে আফগানিস্তানের মূর্তিগুলো তাদের সম্পত্তি। এগুলো পছন্দ হলে তারা রাখবে আর পছন্দ না হলে ধ্বংস করবে। এতে আমরা আপত্তি জানানোর কে? তবে যদি তারা অন্য কোন দেশে গিয়ে এটা করত, তাহলে আপত্তি জানাতে পারতেন।

এছাড়াও লোকজন বলাবলি করে যে, ইন্ডিয়ার সরকার খুবই সহনশীল। আপনি জানেন কি মুম্বাইতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে মহাবীরের একটা বড় মূর্তি ছিল। মূর্তির পেছনেই ছিল হোটেল জাল। আর মূর্তিটা নগ্ন ছিল। তারপর লোকজন আপত্তি জানাল। এরপর মূর্তিটার সামনে একটা দেয়াল তুলে দেয়া হল। কয়েক মাস পরে তারা মূর্তিটা সরিয়ে ফেললো। এ একই লোকগুলো মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল আবার এ লোকগুলোই আফগানিস্তানকে নিন্দা জানাচ্ছে। কেন এ লোকগুলো রাস্তার ওপরের মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল? আপনি কি জানেন যে, এ ইন্ডিয়াতে জৈন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আফগানিস্তানের বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি? তাই যখন মুম্বাই সরকার সেই মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল যাকে জৈনরা ঈশ্বর মনে করে, 'তীর্থঙ্কর' মনে করে, তখন কেউ আপত্তি তোলে নি। আর যখন আফগানিস্তানের সরকার এটা করছে। তখন আপত্তি জানাচ্ছেন। এ দু'মুখো নীতি কেন?

দু'মুখো নীতি নয়— আমাদের যুক্তিবান মানুষ হিসেবে একমুখী নীতি অবলম্বন করা উচিত। একেকবার এক এক রূপ ধারণ করাটা ভাল না। আমি যেটা মনে করি এটা তাদের সম্পত্তি। ধরুন একজন অমুসলিম একটা বাড়ি কিনল। ধরুন সেই ঘরের মধ্যে একটা কাবা শরীফ খোদাই করা আছে। যদি সেই অমুসলিম কাবা শরীফ অপছন্দ করে সেটা ঢেকে ফেলে কে আপত্তি জানাবে? আর যদি কোন মুসলমান মহানবী ﷺ -এর মূর্তি তৈরি করে আর সে মূর্তিটা যদি আপনি ধ্বংস করেন তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্ব যদি আপনার বিপক্ষে থাকে আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন দেব। কারণ, মহানবী ﷺ এর মূর্তি তৈরি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ জনাব ডা. জাকির নায়েক। ইসলাম কি অন্য ধর্ম বা ধর্মীয় দেবতাদের অপমান/ছোট করতে বলে? আমি এ প্রশ্নটা যে কারণে করছি সেটা হল যখন একজন মুসলমান ইন্ডিয়ান চিত্রশিল্পী হিন্দু দেবী স্বরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছেন। তখন অনেকে প্রশংসা করেছিল এ বলে যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর যখন সালমান রুশদী ইসলাম সম্পর্কে বই লিখল, তখন রাজীব গান্ধী নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা প্রায় প্রত্যেক ইন্ডিয়ানই সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখন হুসেন হিন্দু দেবীকে নগ্নভাবে আঁকলো তখন ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলো বলেছিল যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি যা খুশি আঁকতে পারেন। ইসলাম অন্য ধর্মের দেবতাদের অপমান, ছোট করা সম্পর্কে কি বলে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে মুসলমান শিল্পীর কথা বলেছেন তিনি এম. এফ. হুসেন। এম. এফ. হুসেন মুম্বাইয়ে থাকেন। আমিও একই শহর থেকে

এসেছি। তিনি দেবী স্বরস্বতীর কিছু নগ্ন ছবি এঁকেছেন আর অনেক সাংবাদিকও তাকে সমর্থন করেছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রথম কথা হল, কোন মহিলার নগ্ন ছবি আঁকা সেটা দেবতা/দেবী হোক বা না হোক ইসলামে সেটা হারাম। হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম এটা অনৈতিক, অমানবিক। কেন আপনি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন? কেন আপনি পিছিয়ে যাবেন? দেখেন পশ্চিমা কালচারে কি হচ্ছে? তারা আমাদের মা-বোনদের বিক্রি করছে। একটা বিখ্যাত বিএমডব্লিউ-র অ্যাডের কথা শুনেছিলাম। বিএমডব্লিউ গাড়ির নাম শুনেছেন? এটা অনেকটা বড়লোকদের ও ধনী লোকদের জন্য মার্সিডিজ গাড়ির মত। খুব দামী একটা গাড়ি। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি শুনেছিলাম সেই বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে ওপরে লেখা আছে, "তাকে পরীক্ষামূলক চালানো শুরু কর এখনই।" কাকে? গাড়ি না মেয়েটা। মেয়েটার ঐ গাড়ির সামনে কি প্রয়োজন? এসব কিছুই ঐ মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মেয়েদের অপমান করা। এম. এফ. হুসেন যা করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল প্রশ্নটাতে আসি। আপনি কি অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের সমালোচনা করতে পারবেন? আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসব উপাস্যদের ডাকা হয় তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ, তাহলে অজ্ঞতার কারণে শত্রুতামূলকভাবে আল্লাহকে গালি দেয়া হবে।"

কোরআন বলছে, "নিন্দা করো না ঐ দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহর ছাড়া বরঞ্চ তারাই না জেনে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'য়ালার নিন্দা করে।" তাই ইসলাম ধর্মে কোন ধর্মের দেবতাকে নিন্দা করা যদিও আপনি তাকে না মানেন– সেটা নিষিদ্ধ। আর ঠিক একথাই বলা হচ্ছে সূরা আনামের ১০৮ নং আয়াতে। এম. এফ. হুসেন একজন দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

প্রশ্ন ঃ কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী?

উত্তর ঃ মুসলমানদেরকে প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে, যখনি সমকালীন বিশ্ব বা ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানগণ অব্যবহিত কাল থেকেই সব ধরনের মিডিয়া থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা প্রায়শই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক 'একলাহোমায়' বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম বিরোধী অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমেরিকান সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করল যে, এটি "মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র।" পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসল অপরাধী হল এক মার্কিন সেনা সদস্য।

চলুন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

১. শাব্দিক অর্থে মৌলবাদী ঃ

শাব্দিক অর্থে একজন মৌলবাদী হল এমন একজন ব্যক্তি যে তার ধারণকৃত তত্ত্ব বা মতবাদকে অনুসরণ করে, তার ওপর অনুগত থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে তা পালন করার চেষ্টা করে। একজন ব্যক্তি ডাক্তার হতে চাইলে তার উচিত মেডিসিন তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ জানা, অনুসরণ করা এবং তার চর্চা করা। তখনই সে মেডিসিন তত্ত্বে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি গণিত শাস্ত্রে ভাল হতে চাইলে তার উচিত গণিত শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ ভালভাবে জানা, তার অনুশীলন করা এবং ব্যাপকভাবে তার চর্চা করা। তবেই সে গণিতশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি ভাল বিজ্ঞানী হতে চাইলে তারও উচিত বিজ্ঞানের মৌলসমূহ জানা, তার পথ অনুসরণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার অনুশীলন করা। কেবল তখনি সে বিজ্ঞান শাখায় মৌলবাদী হতে পারবে।

২. সব মৌলবাদী এক নয় ঃ

একজন ব্যক্তি একই ব্রাশ নিয়ে যেমন সব রং একত্রে আকতে পারে না, তেমনভাবে একজন ব্যক্তি সব মৌলবাদীকে একই শ্রেণীতে ফেলতে পারে না, হয় তা ভাল ক্ষেত্রে হোক বা মন্দ ক্ষেত্রে হোক।

একজন মৌলবাদীকে এরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কোন ক্ষেত্রে যে পারদর্শী তার ওপর ভিত্তি করে। একজন ডাকাত বা চোর মৌলবাদী সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ এবং সে সমাজে কারো কাম্য নয়। অন্যদিকে, একজন ডাক্তার মৌলবাদী সমাজের জন্য উপকারী এবং সে সমাজে সম্মানীত।

৩. মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে আমি গর্বিত ঃ

আল্লাহর দয়ায় আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী, যে ইসলামকে ভাল জানে, অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। একজন সত্যিকারের মুসলমান মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ, আমি জানি যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের নীতিসমূহের মধ্যে এমন ১টি নীতিও নেই যা মানুষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধি-বিধান সমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভূল মনে করে। আর এ ধারণা পোষণ করে তারাই যারা সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না।

যদি কোন ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধি বিধানগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

৪. আভিধানিক অর্থে মৌলবাদী ঃ

Webster ডিকশনারীর মতে মৌলবাদ ছিল আমেরিকান প্রোটেষ্টাইন খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দির প্রথমে আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। এটি হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সংস্কার করে যুগোপযুগী করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। এ সংস্কার ঐ সমস্ত খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসকে মারাত্মক আহত করেছে, যারা বিশ্বাস করত বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নির্ভূল এবং স্রষ্টার পক্ষ হতে আগত এবং যুগোপযুগী। সুতরাং "মৌলবাদী" শব্দটি এমন একটি শব্দ যা প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এক শ্রেণীর খ্রিষ্টানদের বেলায় যারা বিশ্বাস করত যে, বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে স্রষ্টার বাণী যাতে কোন ধরনের ভূল নেই।

Oxford ডিকশনারীর মতে 'মৌলবাদ' হল– প্রাচীন কোন মতবাদ বা ধর্মের কঠোর অনুশীলন বিশেষত ইসলাম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আজ এমন এক সময় যখন মৌলবাদী বলতে বুঝানো হয় কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে এবং ধারণা করা হয় সে একজন সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী হতে হবে ঃ

প্রত্যেক মুসলমানকেই একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী এমন ব্যক্তি যে মানুষের মাঝে অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সে সমাজে ভীতি ছড়ায়।

কিন্তু যখনি একজন ডাকাত পুলিশকে দেখে তখনি সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী স্বরূপ। একই রকমভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী স্বরূপ হতে হবে। এ রকম অসামাজিক লোক যেমন, চোর ডাকাত, ছিনতাইকারী, ধর্ষক ইত্যাদি মানুষ যেন একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে যেন মুসলিমকে ভয় পায়। এটি সত্য যে, সন্ত্রাসী শব্দটি সাধারণত ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসী করে। তবে একজন সত্যিকারে মুসলমানকে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী অমানুষদের জন্য সন্ত্রাসীর ভূমিকা নিতে হবে। অবশ্যই নির্দোষ মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানকে সাধারণ মানুষের জন্য শান্তির ধারক-বাহক হওয়া উচিত।

৬. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়ার আগে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যারা স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলন করেছে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করেছে; অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাদেরকে সে একই কাজের জন্য 'দেশ প্রেমিক' বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুতরাং দেখা গেল একই কাজের জন্য একই ধরনের মানুষকে দুটি ভিন্ন গ্রুপ ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। এক শ্রেণী বলেছে 'সন্ত্রাসবাদ' অন্য শ্রেণী বলেছে 'দেশ প্রেম'।

ঐ সকল লোক যারা বিশ্বাস করে ভারতের ওপর ব্রিটিশদের শাসন করার অধিকার রয়েছে তারা বলল এটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করে

ভারতবর্ষ শাসন করার কোন অধিকার ব্রিটিশদের নেই তারা তাদের কার্যকলাপকে মুক্তিযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদেরকে দেশ প্রেমিক হিসেবে বরণ করেছে। সুতরাং একজন মানুষের বিচার হওয়ার পূর্বে তার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শুনানী হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তি শোনা, অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের ঐ ঘটনার পিছনে কি অভিপ্রায় ছিল তা বিবেচনায় নেয়া উচিত। তবেই কেবল সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব।

৭. ইসলাম মানে শান্তি ঃ

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মূলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তা আরো সুদৃঢ় করতে।

এভাবে প্রত্যেক মুসলিমকেই মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ইসলামের অর্থ শান্তির ধর্মের আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তাকে সন্ত্রাসী হতে হবে কেবলমাত্র সমাজের আগাছাদের জন্য শুধুমাত্র সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামকে কেন শান্তির ধর্ম বলা হয় যেখানে এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে তরবারীর মাধ্যমে?

উত্তর ঃ কিছু সংখ্যক অমুসলিমের কাছে এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যে, কোটি কোটি মুসলমান ইসলামের অনুসারী হতো না যদি ইসলাম শক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত না হতো।

নিম্নের বিষয়গুলি এ ধারণা স্বচ্ছ করবে বলে আশা রাখি।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি ঃ

ইসলাম শব্দটির মূল বা উৎপত্তিগত শব্দ হল 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। এর অন্য অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ, নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এবং এ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

২. মাঝে মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে শক্তি ব্যবহার করতে হয় ঃ

এ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাজ কর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আসে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই ধংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে তাদের নিভৃত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ইসলাম মাঝে মাঝে শক্তি ব্যবহার করেছে এ কারণে যাতে দেশে সমাজ বিরোধী ও অপরাধীর শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজে শান্তি বিস্তৃত করে। একই সাথে ইসলাম তার অনুসারীদের এও আদেশ দিয়েছে যে, এ শান্তি-শৃঙ্খলার বিনষ্ট করবে তাকে নিভৃত করতে তার ওপর শক্তি প্রয়োগ কর। অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য, ও শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থিদের বিরুদ্ধে কখনো তাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি ব্যবহারের বিধান রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেবী ঃ

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে এ ভুল ধারণার সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি তার বিখ্যাত বইতে (Islam At the Cross Road) পৃষ্ঠা ৮ এ। তিনি বলেছেন "মুসলমানগণ তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।" এটি একটি বাস্তবতাবিবর্জিত উদ্ভট পৌরানিক গল্প যা ঐতিহাসিকগণ বার বার উল্লেখ করেছেন।

৪. মুসলমানগণ ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছেন ঃ

মুসলমানগণ প্রায় আটশত বছর স্পেন শাসন করেছেন। স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই শক্তি ব্যবহার করে নাই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রিষ্টান ক্রুসেডররা স্পেনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। এমনকি সেখানে এমন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না যে উচ্চস্বরে আযান দিতে পারে।

৫. আরব বিশ্বে ১৪ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান ঃ

মুসলমানগণ প্রায় ১৪শত বছর যাবত আরব বিশ্ব শাসন করে আসছে। মাঝখানে কিছুদিন ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চও শাসন করেছে। তদুপরি মুসলমানরা ১৪০০ বছর শাসন

করছে। কিন্তু এখনও সেখানে প্রায় ১৪/১৫ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান রয়েছে যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম পালন করে আসছে। যদি মুসলমানরা শক্তি ব্যবহার করত তবে কি সেখানে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকত?

৬. ভারতের শতকরা ৮০% এর বেশি ভারতীয় অমুসলিম ঃ

মুসলমানগণ প্রায় ১০০০ বছর যাবত ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তবে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে ভারতের ৮০% এর বেশি মানুষ অমুসলিম। এ সমস্ত মানুষ আজ প্রত্যক্ষদর্শী যে ইসলাম মোটেই তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নি।

৭. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মুসলমান। এখন প্রশ্ন জাগে কবে, কোন সৈন্য ঐ দেশ দুটিতে অস্ত্রের দাপটে ইসলামের বিস্তৃত ঘটিয়েছে?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল ঃ

ইসলাম পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এখন কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে যদি ইসলাম শক্তির দাপটে বিস্তার লাভ করে থাকে তবে কোন মুসলিম সৈন্যদের দ্বারা এ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছে?

৯. থমাস কার্লাইল ঃ

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তার বই 'হিরো এন্ড হিরো'স ওরমীপ-এ ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে ভুল ধারণার অবতারণা করেছেন– "এটি তরবারি বটে, কিন্তু আপনি কোথা থেকে তরবারী পাবেন। প্রত্যেকটি নতুন ধর্ম বা মত প্রচারের প্রারম্ভকালে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ মতটি কেবল একজন ব্যক্তির মাথাতেই থাকে। এবং এটি তার মাঝেই বসবাস করে। সারা পৃথিবীতে সেই কেবল এটি বিশ্বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের বিপক্ষে তার অবস্থান থাকে। আর এ বিশ্বাস (ধর্মমত) টিই হলো তার তরবারি যা সে ধারণ করে, এবং এর সাহায্যে সে তার ব্যাপক প্রচার চালাতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আদর্শের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এটি এমন এক অস্ত্র যে নিজেই তার প্রচার কার্য চালাতে পারে।

১০. ধর্ম গ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই ঃ

কোন অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে? যদিও তাদের হাতে অস্ত্র থাকত তথাপি ইসলাম বিস্তারের কাজে তারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। কারণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -

"ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

"আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।"

১১. মেধার অস্ত্র ঃ

ইসলাম ধর্ম মেধার অস্ত্র। যে অস্ত্র মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক প্রজ্ঞাসহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর অতি উত্তম পন্থায়।"

১২. ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ঃ

বিশ্বে বহুল প্রচলিত ইয়ার বুক 'আল মানাক' ১৯৮৪ সালের সংখ্যা পরিসংখ্যান দিয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ এই ৫০ বছরে ধর্ম বিস্তারের শতকরা প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। এ অনুচ্ছেদটি "The Plain Truth" ম্যাগাজিনে ও প্রকাশিত হয়েছিল। এ পরিসংখ্যানের শীর্ষে ছিল ইসলাম ধর্মের নাম। যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪৫% এবং খ্রিস্টান ধর্মের ছিল ৪৭%।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ সময়ে মুসলমানেরা এমন কোন যুদ্ধে উন্মত্ত হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

১৩. ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে দ্রুত বর্ধনশীল ঃ

বর্তমানে আমেরিকাতে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হল ইসলাম। ইউরোপের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম ১ নম্বরে। পাশ্চাত্যে কোন অস্ত্রের জোরে ইসলাম এত বিরাট সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে?

১৪. ডঃ যোশেফ এডাম পিয়ারসসন ঃ

ডঃ যোশেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন "ঐ সমস্ত মানুষ যারা এ ভেবে উদ্বিগ্ন যে, একদিন পরমাণু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামিক বোমা ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আর এটা সেদিনই হয়েছে যেদিন মোহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন।

॥ সমাপ্ত ॥